

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ : www.jagrandaily.com

JAGARAN ■ 9 November 2021 ■ আগরতলা ৯ নভেম্বর ২০২১ ইং ■ ২২ কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা



পুর ও নগর নির্বাচনে ৩৬ টি মনোনয়ন প্রত্যাহার, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৭৮৫ প্রার্থী

৫১ আসনের নিগমে চারটিতে পিছু হাটল সিপিএম

সবগুলিতেই বিজেপির সাথে লড়ছে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। পুর নিগম, পুর পরিষদ ও নগর সংস্থার নির্বাচনের মনোনয়ন প্রত্যাহারের সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়েছে সোমবার। এদিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মোট ৩৬ টি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের ৪টি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাছাড়া সিপিএমের ১৫টি, কংগ্রেসের ৮টি, ফরোয়ার্ড ব্লকের ২টি, নির্দল ৭টি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা হয়েছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দেয়া তথ্য মোতাবেক জানা গিয়েছে, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন ৭৮৫ জন প্রার্থী। তার মধ্যে গোটা রাজ্যের পুর ও নগর সংস্থার মোট প্রার্থীর সংখ্যা প্রথম স্থানে রয়েছে বিজেপি। বিজেপির ৩৩৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন। তারপর রয়েছে সিপিএমের ১৯৭ জন। তৃণমূল কংগ্রেস রয়েছে তৃতীয় স্থানে। তৃণমূল কংগ্রেসের ১২০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন। চতুর্থ স্থানে কংগ্রেস। মোট ৯২ জন প্রার্থী কংগ্রেসের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন। তাছাড়া, সিপিআইয়ের ৬ জন, আরএসপিআর ২ জন, ফরোয়ার্ড ব্লকের ৩ জন, অন্যান্য ১০ জন এবং নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ২১ জন।

রাজনৈতিক দল	মোট প্রার্থীর সংখ্যা
বিজেপি	৩৩৪ জন
তৃণমূল কংগ্রেস	১২০ জন
সিপিআই(এম)	১৯৭ জন
কংগ্রেস	৯২ জন
আরএসপি	০২ জন
ফরোয়ার্ড ব্লক	০৩ জন
সিপিআই	০৬ জন
নির্দল	২১ জন
অন্যান্য	১০ জন

রাজ্য পুর ও নগর সংস্থার নির্বাচনে মনোনয়নপত্র স্ক্রুটিনেতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মোট আটটি মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। ফলে, ৩৩৪টি আসনে ৮২১টি মনোনয়নপত্র বৈধ বলে রাজ্য নির্বাচন কমিশন ঘোষণা দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের দেয়া তথ্য অনুসারে বিজেপির

২টি, সিপিএমের ২টি, তৃণমূল কংগ্রেসের ১টি, কংগ্রেসের ১টি এবং অন্যান্য ২টি মনোনয়ন বাতিল হয়েছে। তাতে বিজেপি ৩৩৪টি, সিপিএমের ২১২টি, তৃণমূল কংগ্রেসের ১২৪টি, কংগ্রেসের ১০০টি, নির্দলীয় ৩২টি, সিপিআই ৬টি, ফরোয়ার্ড ব্লক ৫টি, আরএসপি ২টি এবং অন্যান্য ৬টি মনোনয়ন বৈধ বলে কমিশন জানিয়েছিল।

রাজ্য পুর ও নগর সংস্থার নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র জমা নেওয়ার পর্ব সমাপ্ত হয়েছে গত তিন নভেম্বর। বিজেপি চারটি পুর পরিষদ এবং একটি নগর পঞ্চায়েতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হতে চলেছে। এদিকে, গত বুধবার শেষ বেলায় তৃণমূল কংগ্রেস আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনে ৫১টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। অবশ্য প্রার্থী ঘোষণা নিয়ে একপ্রকার নাটকও মঞ্চস্থ হয়েছে। কারণ, প্রথমে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করার পর তৃণমূল পুনরায় সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করেছে। তবে গত রবিবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত জনসভায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুমকির কাছত চূপসে গিয়েছে। কারণ, পুর ও নগর নির্বাচনে ত্রিপুরায় ৩৩৪টি আসনে তৃণমূল সাকুল্যে ১২৫ আসনে প্রার্থী দিতে পেরেছে। অবশ্য বিজেপি ছাড়া অন্য কোনও দলই সবকটি আসনে প্রার্থী দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

আগামী ২৫ নভেম্বর ত্রিপুরায় পুর ও নগর সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২৮ নভেম্বর ঘোষণা হবে ভোটার ফলাফল। ত্রিপুরায় আগরতলা পুর নিগম ছাড়া ৬টি নগর পঞ্চায়েতে এবং ১৩টি পুর পরিষদ রয়েছে। এবারের ভোটে নির্দল ও অন্যান্য প্রার্থী সহ ১৪টি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। **৬ এর পাতায় দেখুন**

রোমান স্ক্রিপ্টে পঠন পাঠনের দাবী তুলল তেলিয়ামুড়া কলেজের ককবরক পড়ুয়ারা



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে ককবরক ভাষায় পঠন-পাঠন পরিচালনা করার দাবী জানিয়েছে কলেজ পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীরা। দেবনাগরী স্ক্রিপ্টে পঠন-পাঠন করার প্রয়াস তারা কোনভাবেই মেনে নেবে না বলে স্পষ্ট ভাবে সাজিয়ে দিয়েছে।

ককবরক বিষয়ে পাঠদানের ক্ষেত্রে রোমান ভাষার পরিবর্তন করে দেবনাগরী ভাষা দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থা চালানো যাবে না। এরই প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার তেলিয়ামুড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের প্রায় দুই শতাধিক উপজাতি অংশের পড়ুয়া ককবরক বিষয়ে পাঠদানের ক্ষেত্রে ভাষার পরিবর্তনের দাবী নিয়ে এক রেলি অনুষ্ঠিত করে স্থানীয় খানিয়া মঙ্গলবাড়ীতে। এদিনের এই রেলিতে কলেজ পড়ুয়া প্রায় দুই শতাধিক উপজাতি অংশের পড়ুয়া তাদের ভাষা পরিবর্তনের দাবী নিয়ে জড়ো হয়। শিক্ষা দপ্তরের উচ্চ অধিকর্তার নিকট তাদের দাবী জানান।

এ প্রসঙ্গে এক ছাত্রী জানান, আমরা ছোট বেলা থেকে রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে পড়াশোনা করে আসছি। এখন দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট দিয়ে পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাপক সমস্যা হবে আমরা চাই যাতে পুরনায় রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়েই ককবরক বিষয়ের পাঠদান করা হয়। ককবড়ক ভাষার হরফ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নানা বিতর্ক চলছে। এই বিতর্ক অবসান এর জন্য ভাষাবিদদের নিয়ে নানা প্রয়াসও গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান হয়নি।

ভারতে ১০৮.৪৭ কোটির উর্ধে টিকাকরণ, নতুন মাইলফলকে করোনা টেস্ট

নয়া দিল্লি, ৮ নভেম্বর (হিস.)। ভারতে ১০৮.৪৭-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘণ্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ২০ লক্ষ ৮৪ হাজারের বেশি প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,০৮,৪৭,২৩,০৪২ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ২৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ০৯৬ জনকে।

ভারতে ৬১.৬০-কোটির উর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৭ নভেম্বর সারা দিনে ভারতে ৮,৭০,০৫৮ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ **৬ এর পাতায় দেখুন**

করোনার প্রথম ডোজের মতো দ্বিতীয়টিও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেওয়ার গুচ্ছ পরিকল্পনা সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে কোভিড টিকাকরণের প্রথম ডোজের মতো দ্বিতীয় ডোজও নির্ধারিতসময়ের মধ্যে দেওয়ার জন্য গুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে আগরতলা ক্লাব ফোরামের। আজ আগরতলা ক্লাব ফোরামের সহায়তায় রামনগর স্পোর্টিং ক্লাবে আয়োজিত বিশেষ কোভিড টিকাকরণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে রাজ্যের ক্লাব ফোরামের। ইতিমধ্যেই ফোরামের সঙ্গে যুক্ত ক্লাবগুলি টিকাকরণে রাজ্য সরকারকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে কোভিড সংক্রমণের হার নিয়ন্ত্রণে থাকলেও পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি রাজ্য সহ বিভিন্ন জায়গায় কোভিড সংক্রমণ এখনও রয়েছে। তার জন্য প্রয়োজন সঠিক সময়ে টিকা গ্রহণ, কোভিড স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টিকাকরণের সুযোগ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি বিশেষ টিকাকরণ শিবির করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ৬০ উর্দ নাগরিকদের টিকাকরণে গুচ্ছ পরিকল্পনা সফলপাতিত হয়েছে। রাজ্যে সময়ের মধ্যে টিকাকরণ হওয়ায় বিভিন্ন রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরায় কোভিড জনিত মৃত্যুর হার তুলনামূলক কম। **৬ এর পাতায় দেখুন**

পাকা বাড়ির চার তলা থেকে পড়ে মৃত্যু নির্মাণ শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার অভয়নগরে নির্মাণ কাজ করতে গিয়ে চার তলা থেকে নিচে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক নির্মাণশ্রমিকের। মৃতের নাম বাপি দেবনাথ।

সোমবা সকালে ৯টা নাগাদ অভয়নগরে ৪ তলা বিল্ডিং এর কাজ করতে গিয়ে উপর থেকে নিচে পড়ে এক শ্রমিক এর মৃত্যু হয়। মৃত শ্রমিকের নাম বাপি দেবনাথ (৩৫)। বাড়ি বিলোনিয়া নেতাজী পল্লী ন ঠিকোদারের সৌভদ্য দাস এর কাজ করতে এই শ্রমিক। জানা গেছে অন্যান্য দিনের মতো আজ সকালে সে কাজে গিয়েছিল। চার তলার উপর থেকে নিচে পড়ে যায়। ওই সময় মিজিও সেখানে ছিল চার তলার উপর থেকে নিচে পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। শ্রমিকের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। ঘটনার পর মৃতদেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

মৃতের স্ত্রীও জানান গোর্খাবন্দি এলাকায় ঘর ভাড়া করে তারা থাকতেন। সকালে রাজমিস্ত্রি ফোন করে এই খবর তাকে জানিয়েছে। রাজধানী আগরতলা শহর শহরের বিভিন্ন **৬ এর পাতায় দেখুন**

ত্রিপুরায় বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সরব রাখল গান্ধী

।। অভিযুক্ত রায়চৌধুরী।। নয়া দিল্লি, ৮ নভেম্বর।। ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়ানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোশাল মিডিয়ায় যেসব পোস্ট হয়েছে তার বিরুদ্ধে পুলিশ যে মামলা নিয়েছে তাতে উল্লেখ প্রকাশ করেছেন রাখল গান্ধী। কংগ্রেস নেতা টুইট করে অভিযোগ করেছেন বিজেপি শাসিত ত্রিপুরা সরকার জনগণের কষ্টকে স্তূভ করে দেয়ার জন্য যেসবাই নী কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন বা ইউএপিএ মোতাবেক মামলা নিয়েছে। মামলা করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের চার জন আইনজীবীর বিরুদ্ধেও।

রাখল গান্ধীর দাবি বিজেপি শাসিত সরকার সোশ্যাল মিডিয়ায় যাতে কেউ কোন কিছুর প্রতিবাদ না করতে পারে তার জন্য এমএনটি করছে। সম্প্রতি ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় কিছু বিক্ষিপ্ত সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা ঘটেছিল। যার ভিত্তিও ও ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। যদিও পুলিশের দাবি এইসবই গুজব।

তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রীরা জন্য চারজন শিক্ষক পঠন পাঠন লাটে উঠেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীরা জন্য শিক্ষক রয়েছে মাত্র চারজন। ঘটনা লংতরাইভ্যালী মহকুমার শিববাড়ি তুইকর্মা তুইসা হাইস্কুলে। শিক্ষকের অভাবে পঠন-পাঠন লাটে উঠেছে। অবশেষে বাধ্য হয়ে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে শামিল হয়েছে। শিক্ষকের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করল ছাত্র-ছাত্রী।

ঘটনা লংতরাইভ্যালী মহকুমার শিববাড়ি এলাকায়। তাদের দাবী শিববাড়ি তুইকর্মা তুইসা হাইস্কুলে ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা প্রায় তিনশো জন হলেও শিক্ষক মাত্র চার জন। যেসব শিক্ষক রয়েছেন তারা নাম দেখেই দায়িত্ব খালসা করে চলেছেন।। ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা একাধিকবার বিষয়টি বিদ্যালয় পরিদর্শক ও ডেপুটি ডাইরেক্টরের নজরে আনলেও কোনো সুরাধা হয়নি। অথচ মাধ্যমিক পরীক্ষাও এগিয়ে এসেছে। তাই তুইকর্মা তুইসা হাইস্কুলের হতাশাগ্রস্ত ছাত্র ছাত্রী সকাল থেকেই শিববাড়ি এলাকায় মাহুলি মুখ হইতে কাঞ্চনপুর যাওয়ার রাস্তা অবরোধ করে।

অবরোধের খবর পেয়ে মনু থানার পুলিশ অধিকারিকরা অবরোধ স্থলে ছুটে যান। ছাত্র-ছাত্রীরা কোনভাবেই অবরোধ প্রত্যাহার করতে রাজী হয়নি। শেষ পর্যন্ত শিক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় নেতারা ছুটে এসে সান্ত্বনার এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করলেন আপাতত তারা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। তবে তারা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবে।

রাজ্য পেরিয়ে অসমে প্রবেশের পথে প্রচুর সুপারি বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৮ নভেম্বর।। দুটি পৃথক পৃথক অভিযানে বিপুল পরিমাণ সুপারি ধরা পড়ল অসম পুলিশের হাতে ডিনেটি বলোরা পিকআপে করে একদল পাচারকারীরা কাঁচা গুণারি নিয়ে ত্রিপুরা থেকে বিক্রয় জাতীয় সড়ক দিয়ে পাথারকান্দি অভিমুখে নিয়ে আসছিল তখন অসমে সালেঞ্জী সহ আটক করে অসম ত্রিপুরা সীমান্তের কাঠালতলী থানার পুলিশ। এ ব্যাপারে অসমের কাঠালতলী থানার ওসি জানান, রবিবার রাতে টিআর ০৫ডি ৯৪২ এবং টিআর ০৫ বি **৬ এর পাতায় দেখুন**

কৈলাসহরে বাড়ছে অপরাধ, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন মহলে সমালোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। উনেকোটী জেলার সংস্কৃতির পীঠস্থান কৈলাসহরে অপরাধের পরিবেশ কয়েক বছর জন্ম গ্রহণ করতে চলেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ সবকিছু জেমে শুনেও এসব দুর্ভুক্তকারীদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। গত উনত্রিশ অক্টোবর বিকেলে শাসক দলের ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কৈলাসহর নগর শাখার সম্পাদক শিবাজি সেনগুপ্তকে কৈলাসহর থানার ওসি পার্থ মুন্ডা সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীদের সামনেই কৈলাসহর থানার গেইটের সামনে দুর্ভুক্তী মারধর করে। আক্রান্ত হবার পর ত্রিশ অক্টোবর রাস্তা অবরোধ ও থানা ঘেরাও করে ওসি পার্থ মুন্ডা থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

সেকুলার ফ্রন্টের পক্ষ থেকেও কৈলাসহর থানার ওসি পার্থ মুন্ডার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং ওসি পার্থ মুন্ডার তীব্র সমালোচনা করেন। কৈলাসহরের কুবরার এলাকায় অবস্থিত কুবরার যুব সংঘ ক্লাবে

সেকুলার ফ্রন্টের কৈলাসহর শাখার পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সেকুলার ফ্রন্টের কৈলাসহর শাখার বরিস্ট কর্মকর্তা আইনজীবী কামাল মোসদদর, চিকিৎসক সুইফল ইসলাম, সমাজসেবী মসকু মিঞা সহ সার্বভৌম আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। সাংবাদিক সম্মেলনে আইনজীবী কামাল মসদদর গত উনত্রিশ অক্টোবরের ঘটনায় কৈলাসহর থানার ওসি পার্থ মুন্ডার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ইদানীং কালে কৈলাসহরে যেসব নিন্দনীয় ঘটনা ঘটেছে এর একটি ঘটনারও আসামী অর্থাৎ মূল মাস্টার মাইন্ডকে আজ অপি গ্রহণতার করেন পুলিশ। অথচ, ওসি পার্থ মুন্ডা এখনও অদি বহাল তবিয়তেই রয়েছেন। এমনকি আরাম্ভা দপ্তরও ওসির বিরুদ্ধে কোনো ধরনের কার্যকরী ভূমিকা নিচ্ছে না।

আইনজীবী কামাল মসদদর তথ্য দিয়ে বলেন যে, গত অক্টোবর মাসে কৈলাসহর শহরে অবস্থিত মসজিদে **৬ এর পাতায় দেখুন**

চৌত্রিশ দিন যাবৎ নিখোঁজ যুবক সাফল্যের মুখ দেখছে না পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। এক মাস চারদিন অতিক্রান্ত হলেও নিখোঁজ প্রতিবন্ধী যুবক উদ্ধারের ব্যর্থ বিশালগড় থানার পুলিশ। নিখোঁজ প্রতিবন্ধী যুবকের নাম সমীর খসি দাস। বিশালগড় মহকুমার ১ নং গৌতম নগর এলাকার সমীর খসি দাস নামে এক প্রতিবন্ধী যুবক নিখোঁজ হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত ৪ অক্টোবর সমীর খসি দাস নামে ওই প্রতিবন্ধী যুবক আগরতলা যাবে বলে বাড়ি থেকে বের হয়।

পরবর্তী সময় ৫ ই অক্টোবর প্রতিবন্ধী যুবক সমীর খসি দাস বাড়িতে ফোন করে বলে যে সে আমবাসায় আছে। কিন্তু গত ৬ ই অক্টোবর থেকে তার ফোন বন্ধ এবং তার বাড়ির লোকেরা প্রতিবন্ধী যুবক সমীর খসি দাসের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে না। যদিও প্রতিবন্ধী যুবক সমীর খসি দাসের জন্মদাতা মা তাদের

বিশালগড়

বিশালগড় থানায় একটি লিখিত অভিযোগে দায়ের করে।

কিন্তু প্রায় ১ মাস অতিক্রান্ত হতে চললেও নিখোঁজ প্রতিবন্ধী যুবককে উদ্ধার করতে পারেনি বিশালগড় থানার পুলিশ। পুলিশের এহেন ভূমিকা দেখে সোমবার বাধ্য হয়ে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয় নিখোঁজ প্রতিবন্ধী যুবককে জন্মদাতা মা। তিনি বলেন পুলিশ চেষ্টা করলে তাদের ছেলেকে খুঁজে বের করে দিতে পারে। কিন্তু পুলিশ তা করছে না। তিনি বলেন পুলিশ যেন অতিসত্বর তাদের ছেলেকে **৬ এর পাতায় দেখুন**

শান্তিরবাজারে মনোনয়ন প্রত্যাহার করল নির্দল প্রার্থীরা, পথের কাঁটা আপাতত সরল বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৮ নভেম্বর।। শান্তিরবাজার পুর পরিষদ নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করলো নির্দল প্রার্থীরা। ফলে পথের কাঁটা আপাতত সরল শাসক দল বিজেপির।

আসম পুর পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শান্তির বাজার পুর পরিষদের ১৫ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৬ টি ওয়ার্ডে বিজেপির বিক্ষুব্ধ কিছু প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে নির্দল হয়ে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছিল। বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীদের মূল লক্ষ্য ছিলো শান্তির বাজার পুর পরিষদ নির্বাচনে ৯ নং ওয়ার্ডে ও ১৪ নং ওয়ার্ডে বিজেপি মনোনিত প্রার্থীদের ভোটে হারানো। শান্তির বাজারে এই দুই নেতৃত্বের জন্য বিজেপি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে লোকজনেরা।

এমনটাই অভিযোগ। দুর্দিনে যারা দেওয়া হচ্ছে না দলে। শান্তির বিজেপি হয়ে সিপি আই এমএর বাজার মস্তলের দুই কর্মীর দাখিল করেন।

আসার পর রবিবার আগরতলায় বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীদের নিয়ে রাজসুত্রের নেতৃত্বধরা আলোচনায় বসেন বলে জানা যায়। বিক্ষোভকারীদের দলের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছে নির্বাচনের পর তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে দল রাজ্য নেতৃত্বের আশ্বাস পেয়ে দলকে টিকিয়ে রাখতে অবশেষে সোমবার শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের নিকট থেকে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করলো নির্দল প্রার্থীরা। উনরা দলের উচ্চতরের নেতৃত্বদের কথায় প্রধানা দিয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

রাজ্য নেতৃত্বধরা যদি সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন না করে তাহলে বিক্ষুব্ধ **৬ এর পাতায় দেখুন**



বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তাদের কার্যকলাপে অসুস্থ হয়ে তাদের আজ কোনো প্রকারের গুরুত্ব ভোটে হারানোর লক্ষে বিক্ষুব্ধ রাজসুত্রের নেতৃত্বদের নাজরে

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সক্ষ্যায় ব্যায়াম করা যে তিনটি কারণে জরুরি



স্বাস্থ্য সচেতন অনেকেই শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য ব্যায়ামকে বেছে নেন। শরীরকে স্বাভাবিক কর্মক্ষম রাখতে শারীরিক ব্যায়ামের জুড়ি নেই। দেহকে অল্পবয়সে বুড়িয়ে ফেলাতে না চাইলে প্রত্যেকের অবশ্যই নিয়ম মেনে প্রতিদিন শারীরিক ব্যায়াম করা দরকার। কারণ শারীরিক ব্যায়াম অনেক ধরনের রোগ থেকে আমাদের দেহকে রক্ষা করে। কিন্তু সমস্যা হয় ব্যায়ামের সময় নিয়ে। কোন সময়টি ব্যায়ামের জন্য সব চাইতে ভালো তা নিয়ে বিপদে পড়েন

অনেকেই। অনেকের মতে সকালে ব্যায়াম সেরে নেয়া ভালো। কিন্তু ফিটনেস এক্সপার্টদের মতে সকালের চাইতে ভালো সময় সন্ধ্যাবেলা। সন্ধ্যাবেলা ব্যায়ামের রয়েছে অনেক উপকারিতা। চলুন জেনে নিই সন্ধ্যাবেলা ব্যায়াম করা যে কারণে জরুরি। ভালো ঘুম হয়— সন্ধ্যাবেলা সময় ব্যায়াম করলে রাতের বেলা ভালো একটি ঘুম হয়। ঘুমের সময় শরীর ক্লান্ত হওয়া অনেক জরুরি। সন্ধ্যায় সময় ব্যায়াম

করলে দেহের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং রাত হতে হতে আমাদের দেহ ক্লান্ত হয়ে পরে। সুতরাং ভালো ঘুম হয়। যারা অনিদ্রায় ভুগেন তারা সন্ধ্যাবেলা ব্যায়াম করে দেখতে পারেন। বেশি ক্যালোরি ক্ষয় হয়— সকালবেলা ব্যায়াম আপনার দেহকে শুধুমাত্র সচল এবং সারাদিনের জন্য প্রস্তুত করার জন্য করা হয়। কিন্তু আপনি যদি দেহের ফ্যাট বরাদ্দে চান অর্থাৎ ওজন কমাতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই ব্যায়ামের জন্য

সন্ধ্যাবেলাকে বেছে নিতে হবে। এতে করে সারাদিনে আপনি যত ক্যালোরি গ্রহণ করেছেন তা ক্ষয় হবে। ভালো ব্যায়াম হয় — সকালের ব্যায়ামের সময় অনেক তাড়াতাড়ি থাকে সেজন্য নির্দিষ্ট সময় ব্যায়াম করা যায় না। এতে করে আমাদের শারীরিক ব্যায়ামের লক্ষ্য পূরণ হয় না। সুতরাং ভালো ব্যায়ামের জন্য সন্ধ্যাবেলাটিই ভালো। এছাড়া অনেকে সন্ধ্যাবেলা সময় করে জিমে গিয়ে ব্যায়াম করেন, এ ক্ষেত্রে বিনোদনের জন্য বেশ ভালো ব্যবস্থা হয়।

মিষ্টি কিন্তু মিষ্টি নয়!

সাধারণ চিনি হচ্ছে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের একটি যৌগ। চিনিতে এই দুই ধরনের শর্করা ৫০ : ৫০ অনুপাতে থাকে। কিন্তু বিশ্বজুড়ে মিষ্টি, মিষ্টান্ন দ্রব্য বা সোডা ও কোমল পানীয় তৈরিতে সাধারণ চিনির বদলে ব্যবহৃত হয় ফ্রুক্টোজ কর্তৃক সিরাপ, যাতে ফ্রুক্টোজের পরিমাণ গ্লুকোজের চেয়ে অনেক বেশি। গ্লুকোজ আমাদের শরীরে শক্তির প্রধানতম উৎস। দেহের প্রায় প্রতিটি কোষ গ্লুকোজ ব্যবহার করে ক্যালরি উৎপন্ন করে। কিন্তু ফ্রুক্টোজ ব্যবহৃত হয় কেবল যকৃতের। আর আমাদের প্রায় প্রতিটি কোষ গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজ মোকাবিলায় জন্য প্রস্তুত নয়। বিষয়টি প্রথম বিজ্ঞানীদের নজরে আসে ২০০৮ সালের

দিকে। দেখা যায়, গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ — দুটিই শর্করা হলেও শরীরে দুভাবে এরা কাজ করে। খাদ্য থেকে আহরিত প্রায় সব গ্লুকোজ বিভিন্ন কোষে ব্যবহৃত হয়ে যায়, বাকিটা ইনসুলিন ভেঙে ফেলে এবং মাত্র ২০শতাংশ যকৃতের গিয়ে চর্বি হিসেবে জমা হয়। কিন্তু ফ্রুক্টোজের ১০০ শতাংশই যকৃতের গিয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড, ট্রাইগ্লিসেরাইড, ডিএলডিএল ইত্যাদি ক্ষতিকর চর্বি রূপে জমা হতে থাকে। আপনি যদি ১২০ ক্যালরি গ্লুকোজ খান, দিনের শেষে তার মোটে এক ক্যালরি চর্বিরূপে জমা হয়। কিন্তু ১২০ ক্যালরি ফ্রুক্টোজের প্রায় ৪০ ক্যালরি শেষে তার মোটে এক ক্যালরি চর্বিরূপে জমা হয়।

কিন্তু ১২০ ক্যালরি ফ্রুক্টোজের প্রায় ৪০ ক্যালরি শেষ পর্যন্ত চর্বিতে পরিণত হয়। যকৃত জমা হওয়া অতিরিক্ত চর্বি ধীরে ধীরে ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয় টাইপ-২ ডায়াবেটিস ও ফ্যাটি লিভারের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়, রক্তচাপ ও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এছাড়া গ্লুকোজ যদিও তুষ্টি হরমোনগুলিকে উদ্দীপ্ত করে, ফ্রুক্টোজ করে ঠিক তার উল্টোটা। তাই ফ্রুক্টোজ বেশি খেলে খিদে বা খাওয়ার ইচ্ছা আরো বাড়ে, যা ওজন বাড়াতে সাহায্য করে। সন্তরের দশক থেকে বিশ্বজুড়ে সব ধরনের মিষ্টিদ্রব্য ও পানীয় তৈরিতে কর্তৃক সিরাপের ব্যবহার বেড়ে যায় দুটির কারণে। এটি চিনির চেয়ে

সস্তা এবং বেশি মিষ্টি। বর্তমানে ইউএসডিএর মতে, গড় পড়তা মার্কিনদের দৈনিক খাবারের এক চতুর্থাংশ ক্যালরি আসে এসব ফ্রুক্টোজ মিশ্রিত খাবার থেকে। সাধারণ ফলমূল ও সবজিতেও আছে ফ্রুক্টোজ। কিন্তু এত অল্প পরিমাণে থাকে, যা ক্ষতিকর নয়। যেমন, এক কাপ টমেটোতে আছে ২ দশমিক গ্রাম ফ্রুক্টোজ, কিন্তু এক কাপ সোডা বা কোমল পানীয়তে আছে ২৩গ্রাম। সমস্যাটা সেখানেই। মিষ্টি, জুস, কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংক ইত্যাদিতে এত বেশি পরিমাণে ফ্রুক্টোজ আছে, যা প্রতিনয়ত বাড়িয়ে চলেছে ডায়াবেটিস, ফ্যাটি লিভার, উচ্চ রক্তচাপ, ওজমাবৃদ্ধি, হৃদরোগের প্রকোপ। তাই মিষ্টি মানেই কিন্তু মিষ্টি নয়।

ডিপ্রেসন কমাতে না ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড



বিগত গবেষণাগুলোতে মেজাজ ডিপ্রেসনের রোগীদের মাছের তেল খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কারণ, ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড বিষমভাব প্রাকৃতিক নিরাময়ক বলেই আমরা জানি। কিন্তু সম্প্রতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গবেষকরা জানিয়েছেন, কিন্তু সম্প্রতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে

গবেষকরা জানিয়েছেন, ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড ডিপ্রেসন কমাতে, এর প্রমাণ খুব কম। একহাজার চারশ মানসিক অবসাদগ্রস্ত ব্যক্তির ওপর পরীক্ষিত ২৬টি পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে গবেষকরা একথা বলেছেন। তারা বলেছেন, ওমেগা ৩

ফ্যাটি এসিড ক্যাপসুল মানসিক রোগ নিরাময়ক ওষুধের তুলনায় কম ফলদায়ক। কিন্তু ডিপ্রেসন কমাতে এর গুণাগুণ খুব একটা জোরালো নয়। যুক্তরাজ্যের বোর্নমাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণার মূল লেখক ক্যাথরিন এপ্রিটন জানান, ডিপ্রেসনের ওপর ওমেগা ৩

ওমেগা ৩ফ্যাটি এসিড সাধারণত স্যালমন, টুনা, অন্য সামুদ্রিক খাবার, বাদাম ও কিছু বীজে পাওয়া যায়। গত কয়েক দশকে বিশ্বব্যাপী এর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। তবে চলিত গবেষণায় ডিপ্রেসন দূর করতে এর সক্রিয়তা খুব একটা নেই বলেই জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

বীষের উল্টামুখী প্রবাহ

রেট্রোগ্রেড অর্থাৎ বিপরীতমুখী বীষস্থান বলতে বুঝায় পুনর্ভূপ্তিতে বীষ স্বাভাবিক ভাবে প্রস্রাবনালী দিয়ে বাহিরে না এসে মূত্রথলির দিকে চলে যাওয়া। উল্টামুখী বীষপ্রবাহের সাথে যৌন উত্তেজনা তথা লিঙ্গোস্থান অথবা মিলনে চরমান্দ পাবার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এটি শরীরে জন্য বিপদজনক নয় — তবে সন্তান জন্মদেবার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। বিপরীতমুখী বীষস্থলন কি কারণে হতে পারে? মূত্রথলিখের পেশির গঠনবিকৃতি, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, অধিক হস্তমৈথুন

টিএমএস কিংবা অন্য কোন কারণে মূত্রথলি মুখ খোলা বন্ধ করা নিয়ন্ত্রক স্নায়ু ধ্বংসপ্রাপ্ত কার্যকারিতা হারালে বিপরীতমুখী বীষস্থলন সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিপরীতমুখী বীষস্থলনের অন্যান্য কারণ সমূহ — মূত্রথলি মুখে অস্ত্রপ্রচার। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় অস্ত্রকোষ বড় হয়ে যাওয়া কিংবা অস্ত্রকোষের কার্যপ্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া। ডায়াবেটিসে কারণে স্নায়ু ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া। স্পাইনাল কড তথা মেরুদণ্ডে ইনজুরি। ইত্যাদি

বিপরীতমুখী বীষস্থলন এর লক্ষণ সমূহ — উল্টামুখী বীষস্থলনের অতি পরিচিত লক্ষণগুলো হল — বীষহীন চরমান্দ খুব অল্প পরিমাণে বীষ নির্গত হওয়া — পুরুষ বান্ধুত্ব। বিপরীতমুখী বীষস্থলনের চিকিৎসা পদ্ধতি — উল্টাধাবিত বীষস্থলনের চিকিৎসা এ রোগের কারণের ওপর ভিত্তি করে করা হয়। এ সমস্যার কারণে যদি কোন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় হয়ে থাকে তাহলে ওই ওষুধ সেবন বন্ধ করতে হবে। বিপরীতমুখী বীষস্থলন যদি কোন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় হয়ে থাকে

তাহলে ওই ওষুধ সেবন বন্ধ করতে হবে। বিপরীতমুখী বীষস্থলন যদি কোন শারীরিক কারণে হয়ে থাকে তাহলে ওই ওষুধ সেবন বন্ধ করতে হবে। তাছাড়া ডায়াবেটিস কিংবা উচ্চরক্তচাপের প্রভাবে এ সমস্যা পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট রোগের চিকিৎসার মাধ্যমে সমস্যা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করা যেতে পারে। বিপরীতমুখী বীষস্থলনের সমস্যা — উল্টাধাবিত বীষস্থলনের বন্ধ প্রচলিত সমস্যা তথা প্রধান সমস্যা হল সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা। পুরুষ বান্ধুত্বের একটি অন্যতম কারণ হতে পারে উল্টাধাবিত বীষস্থলন।

লিভারকে সুস্থ রাখবে এমন কয়েকটি খাবার



ছকের পরে লিভারের মানবদেহের দ্বিতীয় বৃহত্তম অঙ্গ যার প্রায় ৩ পাউন্ডের মত। হজমক্রিয়া পরিচালনা, বিপাকক্রিয়া, অনাক্রম্যতা এবং দেহে বিভিন্ন পুষ্টির সঞ্চয় ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজকরে থাকে এই লিভার। বিশেষ এই অঙ্গটি দেহের কোষের প্রয়োজনীয় শক্তি এবং পুষ্টির যোগান দিয়ে থাকে যেগুলো মানবদেহের কোষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করে। এটি রক্তনালী থেকে ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয় এবং খাদ্য পরিপাক সহায়তা করে বলে জানান মিসিসাউগা থেকে হেলাস্টিক পুষ্টিবিজ্ঞানী হারমিট সিউডি। লিভারের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে এটি রক্তনালী থেকে ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয় এবং খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে বলে জানান মিসিসাউগা থেকে হেলাস্টিক পুষ্টিবিজ্ঞানী হারমিট সিউডি। লিভারের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে সচল রাখতে এবং তই এই গ্রিনটি টি খাওয়া লিভারের জন্য বেশ উপকারী। জাম্বুরা — জাম্বুরা ফলটি সরাসরি বা জুস করে খেলে তা ক্যান্সার উৎসাহক উৎসাহক উৎসাহক লিভারকে সহায়তা করে। এই ফলটিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে

এবং সেলেনিয়াম নামক দুটি প্রাকৃতিক উপাদান রয়েছে যা লিভার পরিপাকে সহায়তা করে। গ্রিন টি — গ্রিন টিতে থাকা ক্যাটিন নামক এক ধরনের উল্লিঙ্গ অ্যান্টি অক্সিডেন্ট লিভারের সামগ্রিক কাজ পরিচালনাকে সহায়তা করে থাকে। তাই এই গ্রিনটি টি খাওয়া লিভারের জন্য বেশ উপকারী। জাম্বুরা — জাম্বুরা ফলটি সরাসরি বা জুস করে খেলে তা ক্যান্সার উৎসাহক উৎসাহক উৎসাহক লিভারকে সহায়তা করে। এই ফলটিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে

যা লিভারের জন্য অত্যন্ত উপকারী। শালগম — শালগমে প্রচুর পরিমাণে উল্লিঙ্গ ফ্ল্যাভোনয়েড রয়েছে যা লিভারের সার্বিক কাজ সহায়তা করে থাকে। সবুজ শাক — সবুজ শাকে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা আমাদের দৈনন্দিন অন্যান্য খাবারে থাকা রাসায়নিক পদার্থ এবং কীটনাশকের সামগ্র্যতা রক্ষা করে থাকে যা লিভারের জন্য বেশ উপকারী। আভাকাডো — আপনার প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় আভাকাডোর পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে তা আপনার দেহে গ্লুটাথিয়াম নামক

এক ধরনের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট তৈরি করে যালিভারকে বিভিন্ন ক্ষতিকর পদার্থ থেকে বের করে দিতে সহায়তা করে। ব্রকলি — ব্রকলি দেহে গ্লুটামিনোলেট উপাদানের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় যেটি হজমে সহায়ক এনজাইম তৈরি করে। লেবু — এই বিষয়ে আমরা সবাই নিশ্চয়ই জানি যে সাইট্রাস জাতীয় ফল লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে যা আমাদের দেহের জন্য বেশ উপকারী। কিন্তু এছাড়াও লেবু দেহের বিভিন্ন টক্সিন নির্মূল এবং হজমে সহায়তা করে থাকে। হলুদ — মশলা হিসেবে হলুদ খেলে তা আমাদের শরীরের হজমে এবং বিশুদ্ধ লিভারের রক্ষণে সহায়তা করে। এছাড়া এটি লিভারের প্রাকৃতিক ডেটক্স হিসেবে স্বজ্ঞ করে। মূল্যবান অ্যান্টি অক্সিডেন্ট জরুরি হলুদ লিভারের স্বাস্থ্য রক্ষা করে থাকে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে পোপোইটিস বি এবং সি এর উইকস নির্মূলও এই হলুদ অত্যন্ত সহায়ক। আথেরোট — আথেরোট গ্লুটাথিয়াম এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে যা লিভারের রক্ষণে সহায়তা করে। আমলকি — আমলকির অনেক গুণাগুণ রয়েছে। আমলকি লিভারের স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং হজমে সহায়তা করে।

পা থেকে মুক্তি পেতে যা করবেন

পা ঘামা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু সেই ঘামের মাত্রা যদি অতিরিক্ত হয় তাহলে আপনার কপালে দুর্ভাগ্যই আছে বলতে হবে। অতিরিক্ত ঘাম থেকে যে দুর্গন্ধ তৈরি হয় তাতে বিরত কর পরিষ্কারে পড়ে যেতে প ারেন আপনি। তবে আপনি একটু সচেতন হলেই পা ঘাম থেকে মুক্তি পেতে পারেন। জেনে নিন হাত পা ঘামার কারণ সাধারণত মানসিক চাপ বা দুশ্চিন্তা থেকে আপনার

হাত পা ঘামতে পারে। এছাড়া শরীরের ভেতরের ভারসাম্যহীনতাও আপনাকে ঘর্মাক্ত করে তোলে। বংশগতভাবে এ রোগ থাকাও হাত পা ঘামার কারণ। কেন হয় পায়ের দুর্গন্ধ। পায়ের ঘাম পায়ের দুর্গন্ধের প্রধান কারণ। যেহেতু পায়ের ফলে পায়ের দুর্গন্ধের কারণেই হাত পা ঘামতে পারে। এক সময় এই ব্যাকটেরিয়া পায়ের আক্রমণ করে। দীর্ঘক্ষণ পা এই অবস্থায় থাকলে পায়ের দুর্গন্ধ সৃষ্টি

হয়। জুতো মোজা নিয়মিত না পরিষ্কার করলেও দুর্গন্ধ তৈরি হতে পারে। রোধ করুন সহজেই — পা সবসময় পরিষ্কার রাখুন। বাইরে থেকে এসেই পা ধুয়ে ফেলুন। এক্ষেত্রে শ্যাম্পু ব্যবহার করতে পারেন। পা ধোয়ার পর শুকনো তোয়ালে দিয়ে পা মুছে ফেলুন। মোজা প্রতিদিন ধুয়ে ফেলুন। ধোয়ার পর ভালো মতো শুকিয়ে তারপর ব্যবহার করুন।

নিয়মিত জুতো পরিষ্কার রাখুন। চাইলে জুতায় মাঝে মধ্যে পাউডার দিয়ে রাখতে পারেন। মাঝে মধ্যে জুতো রোদে দিয়ে ভালোভাবে শুকিয়ে নিন। সন্তব হলে কয়েক জোড়া জুতো এবং মোজা ব্যবহার করুন। সুতি মোজা ব্যবহার করলে ভালো কারণ সুতি মোজা ঘাম শুষে নেয়। বাজারে ঘাম শুষে নেয় এমন জুতোও পাওয়া যায়। চাইলে এমন জুতো ব্যবহার করুন।

যে বাজে অভ্যাস ক্ষয় করে দিচ্ছে আপনার দেহের হাড়

আমাদের দেহের হাড়ের তৈরি কঙ্কাল দেহকে সঠিক আকারে এবং সঠিকভাবে চলাচলে সহায়তা করে থাকে। হাড় দিয়েই আমাদের দেহের সঠিক কাঠামো তৈরি। হাড় না থাকলে আমরা হেঁচকে থাকা হতো তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু আমরা হাড়ের যত্নে তেমন কিছুই করি না। বরং এমন কিছু কাজ করি যা আমাদের হাড়ের জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর। হাড়ের রে

অস্টিপোরোসিস বর্তমানে সব থেকে বেশি নজরে পড়ে। এই রোগটির কারণে হাড়ের মজবুত গঠন নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। আমাদেরই কিছু বদভ্যাসের কারণে হাড়ের ক্ষতি হচ্ছে প্রতিনয়ত। কিছু অভ্যাস হাড়ের ক্ষয় করে চলেছে যার কারণে দেহে বাসা বাঁধছে হাড়ের ক্ষয়জনিত সমস্যা। ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার না খাওয়া — ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি আমাদের হাড়ের গঠন মজবুত

করে। যদি এগুলো পরিমিত খাওয়া না হয় তাহলে হাড়ের ভঙ্গুরতা বাড়ে এবং হাড় ক্ষয় হয়। অল্প বয়সেই হাড়ের ক্ষয়জনিত সমস্যায় পড়তে হয়। একটানা অনেকক্ষণ বসে থাকা — একটানা অনেকটা সময় বসে থাকার অভ্যাস যদি নিয়মিত পালন হয় তাহলে তা আপনার হাড় ক্ষয় করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। অতিরিক্ত সফট ড্রিংকস পান করা — ছেলেবুড়ো সকলেরই পছন্দের পানীয় সফট ড্রিংকস পান করে

থাকে। কিন্তু এই সফট ড্রিংকস প্রতিনয়ত হাড় ক্ষয় করে চলেছে। এসব ড্রিংকসে রয়েছে ফসফরিক এসিড যা প্রস্রাবের মাধ্যমে দেহের ক্যালসিয়াম দূর থেকে দেয়। যার ফলে ক্ষয়ে যেতে থাকে অস্থি। স্টেরয়েড ব্যবহার করা — অনেকেই বডি বিল্ডিংয়ের জন্য বা অন্যান্য শারীরিক সমস্যায় স্টেরয়েড ব্যবহার করেন যা হাড় দুর্বল করে ফেলে। অনেকটা সময় ধরে স্টেরয়েড ব্যবহারের ফলে হাড়ের মারাত্মক ক্ষতি হয়।



ললিত কলা একাডেমির উদ্যোগে প্রয়াত শিল্পী বিমল করকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। ছবি: ৫ নিজস্ব।

তিনদিনের সরকারি সফরে দিল্লি-যাত্রা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তুবিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ৮ নভেম্বর (হি.স.): তিন দিনের সরকারি সফরসূচি নিয়ে নয়াদিল্লির উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডি হিমন্তুবিশ্ব শর্মা। দিল্লি সফরকালে অসমের উন্নয়ন এবং আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত নানা বিষয়ে কথা বলতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহের সঙ্গে দেখা করার কথা। এছাড়া নাগা শান্তিচুক্তি এবং আলফা (স্বাধীন)-এর সঙ্গে শান্তি আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কেও খোঁজখবর নেবেন মুখ্যমন্ত্রী ড শর্মা।

রাষ্ট্রপতি, উপ রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এক ফ্রেমে বন্দী হলেন পদ্ম প্রাপকরা

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর (হি.স.): সোমবার রাষ্ট্রপতি ভবেন আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পদ্মপ্রাপকদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। এদিন অনুষ্ঠানের শেষে পদ্মপ্রাপকদের সঙ্গে এক ফ্রেমে ছবি তুললেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, উপরাষ্ট্রপতি ভেন্কাইয়া নাইডু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পদ্মপ্রাপকদের সঙ্গে এক ফ্রেমে বন্দী হওয়া ছবিটি এদিনই রাষ্ট্রপতি টুইট করে পোস্ট করেন। প্রসঙ্গত এদিন রাষ্ট্রপতি ১১৯ জনকে পদ্ম পুরস্কার সম্মানিত করেন। এরমধ্যে দশজন পদ্মভূষণ এবং ১০২ জন পদ্মশ্রী এবং সাতজনকে পদ্মবিভূষণ সম্মানে সম্মানিত হন।

তুষারপাতে বিপর্যস্ত চিন, বন্ধ গণপরিবহন

বেজিং, ৮ নভেম্বর (হি.স.): এ বছর আগাম তুষারপাত শুরু হয়েছে চিনের উত্তর ও উত্তর-পূর্বপ্রান্তে। তুষারপাতে বন্ধ হয়ে গেছে সেখানকার অনেক রাস্তাঘাট। আটকা পড়েছে গাড়ি, বন্ধ হয়ে গেছে ট্রেনসহ অন্যান্য গণপরিবহনও। ৮ নভেম্বর মঙ্গোলিয়া, হেবেই, শানডং, লিয়াওনিং এবং জেলিনে ২০ থেকে ৪০ মিলিমিটার তুষারপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে দেশটির আবহাওয়া অফিস। এর আগে সাইবেরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে সৃষ্টি একটি শ্রেত্যপ্রবাহ থেকে ওই তুষারঝড় তৈরি আশঙ্কা জানিয়ে সর্ব উত্তরের প্রদেশগুলোতে তুষারঝড়ের সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। শনিবারের পর চীনে অঞ্চলভেদে তাপমাত্রা ৮ থেকে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমিয়ে। যেসব অঞ্চলে আগাম তুষারপাত শুরু হয়েছে সেখানে বিভিন্নভাবে তুষার পরিষ্কার করে রাস্তাঘাট চলাচলের উপযোগী করার চেষ্টা চলিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় আটকে পড়া গাড়িগুলো থেকেও মানুষদের উদ্ধার করা হচ্ছে। ১৭০টিরও বেশি রুটে বাস চলাচল বন্ধ হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

করোনার দৌরাণ্য কমছেই না রাশিয়ায়, ১,১৯০ বেড়ে মোট মৃত্যু ২,৪৮-লক্ষাধিক

মস্কো, ৮ নভেম্বর (হি.স.): করোনাভাইরাসের দৌরাণ্য কমছেই না রাশিয়ায়। মারণ এই ভাইরাসের প্রকোপে মৃত্যু-মিছিল রোজই বাড়ছে রাশিয়ায়। রাশিয়ায় বিগত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ১, ১৯০ জন রোগী। নতুন করে ১ হাজার ১৯০ জনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় এখনও পর্যন্ত করোনার বলি হয়েছে ২৪৮,০০৪ জন। মৃত্যুর পাশাপাশি নতুন আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে রাশিয়ায়। বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৩৯,৪০০ জন। ফলে রাশিয়ায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮,৮৩৪,৪৯৫ জন। ইতিমধ্যেই রাশিয়ায় করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৭,৫৮৭,৫৬০ জন।

নভেম্বরের শেষেই হতে পারে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন, বিল পাশ করাতে তৎপর কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর (হি.স.): পোপাসাস ইস্যুতে উত্তাল হয়েছিল সংসদের বাদল অধিবেশন। তেমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করাতে পারেনি কেন্দ্র। স্বাভাবিকভাবেই এবার গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করাতে মোদী সরকারের পাখির চোখ শীতকালীন অধিবেশন। সেই অধিবেশন শুরু হতে পারে আগামী ২৯ নভেম্বরে। চলবে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সোমবার কেন্দ্রের কাছে এই মর্মেই প্রস্তাব পাঠান ক্যান্টনেন্ট কমিটি অফ পার্লামেন্টের অ্যাফেয়ার্স। গত দেড় বছরের মতো কোভিডবিধি মেনেই চলবে সংসদের অধিবেশন। সর্বমিলিয়ে ২০ দিন চলবে অধিবেশন। গত বছর করোনার কোপে বাদ পড়েছিল শীতকালীন অধিবেশন। কাটছাঁট হয়েছিল বাজেট ও শাল অধিবেশনও। এদিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের নেতৃত্বাধীন ক্যান্টনেন্ট কমিটি অফ পার্লামেন্টের অ্যাফেয়ার্স এই প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

চারদিনের কর্মসূচি নিয়ে ১০ তারিখ করিমগঞ্জে পদার্পণ করবেন নিম্নাঙ্ক কুলতিলক ১০৮ স্বামী রাসবিহারী দাস কাঠিয়াবাবা

করিমগঞ্জ (অসম), ৮ নভেম্বর (হি.স.): চার দিনের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে করিমগঞ্জে পদার্পণ করবেন নিম্নাঙ্ক কুলতিলক ১০৮ স্বামী রাসবিহারী দাস কাঠিয়াবাবাজি। চলতি মাসের দশ তারিখ অর্থাৎ বুধবার শহরের আশিস দাস পুরকায়স্থের বাড়িতে পদার্পণ করবেন রাসবিহারী দাস কাঠিয়াবাবা। এদিন বিকেল সাড়ে তিনটায় স্টেশন রোড থেকে শোভাযাত্রার মাধ্যমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে নীলমণি রোডে অবস্থিত আশিস দাস পুরকায়স্থের বাড়িতে। শোভাযাত্রায় থাকবে হাতি, ঘোড়া, পালকি এবং মহিলাদের ডানডিয়া নৃত্য ও ধামাইল। ফুল দিয়ে সুসজ্জিত ছদ্ম খোলা জিপে করে নীলমণি রোডস্থিত আশিসদাসের বাড়িতে কাঠিয়াবাবাকে নিয়ে যাওয়া হবে। নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ১১ এবং ১২ নভেম্বর অর্থাৎ বৃহস্পতি ও শুক্রবার, এই দুদিন হবে গুরু পূজা। এ উপলক্ষে এই দুদিন দুপুরে মহাপ্রদান বিতরণ করা হবে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ভক্তবৃন্দদের উদ্দেশ্যে প্রবচন শোনানেন ১০৮ রাসবিহারী দাস কাঠিয়াবাবা। ১৩ তারিখ অর্থাৎ শনিবার বিকেলে তিনি করিমগঞ্জে ছেড়ে চলে যাবেন। বুধবার গুরুমহারাজ নিম্নাঙ্ক কুলতিলক ১০৮ রাসবিহারী দাস কাঠিয়াবাবাকে শহরে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে আয়োজিত শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে ভক্তবৃন্দদের প্রতি আশ্বিন জানিয়েছেন আশিস দাস পুরকায়স্থ। সেই সঙ্গে প্রতিদিন দুপুরে মহাপ্রদান গ্রহণেরও অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

কাশ্মীরে আত্মঘাতী সিআরপিএফ জওয়ান, কারণ অনুসন্ধানে পুলিশ

শ্রীনগর, ৮ নভেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় নিজের সার্ভিস রাইফেল থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হলেন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর একজন জওয়ান। পুলওয়ামা জেলার লেখপোরা এলাকায় সিআরপিএফ-এর একটি ক্যাম্পে এই ঘটনাটি ঘটেছে। মানসিক অবসাদ না-কি অন্য কোনও কারণে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই সিআরপিএফ জওয়ান, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। মৃত সিআরপিএফ জওয়ানের নাম-ভূপিন্দর সিং। সিআরপিএফ-এর কনস্টেবল ভূপিন্দরের বাড়ি রাজস্থানের ভরতপুর জেলায়। সোমবার লেখপোরা এলাকায় সিআরপিএফ-এর ১৮৫ ব্যাটেলিয়নের ক্যাম্পে তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, মানসিক অবসাদের জন্যই এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

অনন্তনাগে গ্রেফতার টিআরএফ জঙ্গি, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ

শ্রীনগর, ৮ নভেম্বর (হি.স.): দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় টিআরএফ/ লস্কর-ই-তেবা জঙ্গিকে গ্রেফতার করল সুরক্ষা বাহিনী। সোমবার অনন্তনাগ জেলার গুয়াহাদান এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ওই জঙ্গিকে। সোমবার ভোররাত্তে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ তদন্তে অভিযান চালানোর সময় গ্রেফতার করা হয় হাফিজ আব্দুল মালিক নামে একজন জঙ্গিকে। ওই জঙ্গির বাড়ি গাঞ্জিপোরা এলাকায়। ধৃত জঙ্গির হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি পিস্তল, সাত রাউন্ড গুলি। ধৃত জঙ্গিকে জেরা করার পর কাভা জঙ্গলে অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। সেই গোপ ভেরা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি একে-৪৭ রাইফেল, দু'টি ম্যাগাজিন ও ৪০ রাউন্ড গুলি।

গুজরাটে কুয়োয় পড়ে গেল গাড়ি, একই পরিবারের ৪ জনের মৃত্যু

মোরবি (গুজরাট), ৮ নভেম্বর (হি.স.): গুজরাটের মোরবি জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কুয়োয় পড়ে গেল যাত্রীবাহী একটি গাড়ি। রাস্তার ধারে কুয়োয় গাড়ি পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে দুই মহিলা-সহ ৪ জনের। মৃতরা সবাই একই পরিবারের সদস্য। রবিবার গভীর রাত্তে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গুয়ানকানের তালুককার অন্তর্গত কানকোট গ্রামের কাছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, গাড়ির চালক সন্তবত ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তাই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। গুয়ানকানের তালুককার পুলিশ ইন্সপেক্টর জানিয়েছেন, রবিবার গভীর রাত্তে গুয়ানকানের তালুককার অন্তর্গত কানকোট গ্রামের কাছে একটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে কুয়োয় পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। মৃতদের নাম-মঞ্জলা (৬০), তাঁর পুত্রবৃন্দ মীনা (৪৩), নাতি আদিতা (১৬) ও ভ্রম (৭)। ভূবতে থাকা গাড়িতে আটকে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন রতিলাল প্রজাপতি (৬৯) নামে এক ব্যক্তি ও তাঁর ছেলে দীনেশ (৪৩)। মঞ্জলার স্বামী হলেন মীনা। গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

দিল্লিতে ধুমধাম করে পালিত হবে ছটপুজো, শুধু মানতে হবে কোভিড-বিধি : সিসোদিয়া

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ধুমধাম করে পালিত হবে ছটপুজো। জানিয়ে দিলেন দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। উপ-মুখ্যমন্ত্রীর একটাই আবেদন, সকলে কোভিড-বিধি মেনে চলবে। সোমবার ভার্সুয়ালি মণীশ সিসোদিয়া জানিয়েছেন, দিল্লি সরকার ধুমধাম করে উদযাপন করছে ছটপুজো। ২০১৫ সালের আগে ৮০-৯০টি ছট ঘাট ছিল দিল্লিতে। কেজরিওয়াল সরকার ৮০০ খাঁট বানিয়ে ছটপুজোর ব্যবস্থা করেছে। তারু, মাইক, জল, সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিসোদিয়া আরও জানান, সকলের কাছে দিল্লি সরকারের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হচ্ছে, আপনারা করোনা-বিধি মেনে চলবেন। ছট মাইয়ের সকলের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনাও করেছেন সিসোদিয়া।

বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে শিলচরে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের বিক্ষোভ

শিলচর (অসম), ৮ নভেম্বর (হি.স.): অত্যাচ্যাক সামগ্রীর আকাশছঁচী শিল্যবুদ্ধি রোগ, বাস-টর্থাডেলার সহ নানা ধরনের যাত্রীবাহী গাড়ির ভাড়া হ্রাস, মদ-ডাবগলে প্রচলন বন্ধ ও অমানবিক উচ্ছেদ বন্ধের দাবিতে আজ সোমবার রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সাথে শিলচরেও সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে। এদিন দুপুর ১২-টায় সংগঠনের কর্মীরা ফুদিনের মূর্তির পাদদেশে জড়ো হয়ে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভ চলাকালে সেখানে উপস্থিত সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা দুলনী গান্ধুরি বলেন, নিয়ন্ত্রণহীনভাবে প্রতিদিন রন্ধন গ্যাস সহ ডাল, ভোজ্য তেল প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। আগে সুলভমূল্যের দোকান মারফত অত্যাচ্যাক সামগ্রীর গণবণ্টনের যে ব্যবস্থা ছিল, তা তুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন মূল্যবৃদ্ধি রোধের প্রতিক্রিয়া দিয়ে ক্ষমতায় বসে বর্তমান সরকার একদিকে পেট্রোল- ডিজেল সহ বিভিন্ন সামগ্রীর উপর অত্যাচ্যাক কর আরোপ করে। অন্যদিকে পুঁজিপতিদের উচ্চ হারে মুনাফা লাভের সুযোগ করে দিচ্ছে। করোনা পরিস্থিতিতে দরিদ্র সাধারণ মানুষের যখন জীবন-জীবিকা মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন, তখন অত্যাচ্যাক সামগ্রীর নিয়ন্ত্রণহীন মূল্যবৃদ্ধিতে নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত জনসাধারণের বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এই অসহায় মানুষেরা অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে দরিদ্র অসহায় মানুষের উৎসৃষ্ট সহায়তা প্রদানে সরকারি গণবণ্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে সুলভমূল্যের দোকান মারফত নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের দাবি জানান তিনি। বিক্ষোভ শেষে সংগঠনের কর্মীরা মিছিল করে জেলাশাসক কার্যালয়ে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র প্রদান করেন।

নির্বিঘ্নে সম্পন্ন লামডিং সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ৫০০ হেক্টর জমিতে বৈদ্যককারীদের বিরুদ্ধে প্রথম দিনের উচ্ছেদ অভিযান

হোজাই (অসম), ৮ নভেম্বর (হি.স.): হোজাই জেলার অন্তর্গত লামডিং সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ৫০০ হেক্টর জমি জবরদখলকারীদের কবল থেকে উদ্ধার করতে শুরু হয়েছে অভিযান। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আজ ৮ নভেম্বর সকালেই সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে বৈদ্যককারীদের উচ্ছেদ করতে পুলিশ, আধা-সেনা বাহিনী, হাতি, এসকেভেটর (জেসিবি) নিয়ে উপস্থিত হন হোজাইয়ের জেলাশাসক অনুপম চৌধুরী, পুলিশ সুপার বরণ পুরকায়স্থ, ডিএফও গুণদীপ দাস সহ জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক। আজ তাঁরা বনাঞ্চলের ভেটনালি এবং কমর পানিতে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছেন।

অন্য স্থানে চলে যাওয়া শুরু করেন। তবে এদের মধ্যে একাংশের দাবি, তাঁরা ওই স্থানের স্থায়ী বাসিন্দা। কেউ বলছেন একশো বছর, আবার কেউ বলছেন বহু দশক ধরে তাঁরা ওই বনাঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। ভোটার আইডি দেখিয়ে বলছেন, তাঁরা দশক দশক ধরে ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। অন্যদিকে একাংশ বাসিন্দা টাকার বিনিময়ে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে জমির আদান-প্রদান করেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। ১০ বিঘা বনাঞ্চলের জমি ১ লক্ষ টাকায়ও বিক্রি করা অভিযোগ রয়েছে। মরিগাঁও, নগাঁও ইত্যাদি সংলগ্ন অঞ্চলের বন্যা-বিধ্বস্ত

ফের দিলীপ ঘোষকে একহাত তথাগত রায়ের

কলকাতা, ৮ নভেম্বর (হি.স.): সোমবার টুইট ও ফেসবুকে ফের বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষকে একহাত নিলেন দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়। সোমবার দিলীপবাবু বলেন, “কে কটা বই পড়েছে, কটা ডিগ্রি আছে, আমাদের দেশে এটা কেউ জানে। সবচেয়ে বড় অশিক্ষিত তাকে রামকৃষ্ণ দেব ছিলেন। অচ্য সবার বাড়িতে তাঁর বই রয়েছে। তাঁর বাণী নিয়েই এগিয়েছে।” একইসঙ্গে দিলীপের বিজেপি নেতা ‘রবীন্দ্রনাথও খুব বেশিদূর লেখাপড়া করেননি। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন মাত্র। এটা ভারতের সংস্কৃতি। যারা দেশকে চিনতে পারে না, সেটা তাঁদের দায়।”

দু’জনে নেতৃত্ব দিন। পুরনো চক্র কেঁসে থাকলে এখন যে পুরভোটের প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না এরকম অবস্থাই চলবে। বেকারত্ব, দলবাজি, তোলাবাজি, খুনখারাপি, সংখ্যালঘু ভোষণ ইত্যাদি সমস্যা মানুষ পর্যুদস্ত হয়ে বিজেপি-কে চাইছিলেন। তা সত্ত্বেও বিজেপি কেন এরকম শোচনীয় ফল করল, তা নিয়ে বিশ্লেষণ প্রয়োজন। করা তা নিয়ে বিশ্লেষণ প্রয়োজন। করা এর জন্য দায়ী তাও চিহ্নিত করতে হবে। আগেই করা উচিত ছিল, এখনও হতে পারে। কিন্তু, এড়িয়ে গেলো চলবে না। তথাগতবাবুর রোজ টুইট নামচ্যাক কার্বত বিক্ষুব্ধ বিজেপি। বারবার চাপ বাড়ছে দিলীপবাবুদের। তাই সহ করতে না পেরেই দু’দিন আগেই বর্ষাঘণ নেতা তথাগত রায়ের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলে বলেন, ‘ঠিক আছে, কতদিন আর লজ্জা পাবেন। দল ছেড়ে দিন। যারা দলের জন্য কিছুই করেননি, যাঁদের দল সবথেকে বেশি দিয়েছে, তাঁরাই সব থেকে বেশি দলের ক্ষতি করেন। আমাদের দুর্ভাগ্য এটা।’ যার পাক্ষীয় তথাগত রায় বলেন, ‘দল ছাড়তে পারলে অনেক গুণু কথাই ফাঁস করে দিতাম। কিন্তু দল ছাড়ব না।’ সোমবার নানা না করে দিলীপ ঘোষকে কটাক্ষ করে তথাগত রায় টুইটে জানিয়েছেন, ‘প্রতিটি রাজনীতির দলেই দু’প্রকার মানুষ থাকেন। একপ্রকার, যারা কিছু দিতে এসেছেন। আর একপ্রকার, যারা কিছু পেতে এসেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের মানুষগুলিকে সম্পূর্ণ মুছে দেওয়া হয়নি, তা সন্তবও নয়, কিন্তু, নেতৃত্বের উচিত আসল সত্যটা জেনে রাখা।’

অসমের সভ্যতা-সংস্কৃতি ব্রহ্মপুত্র-বরাকের সঙ্গে সম্পৃক্ত, পাণ্ডুপোটে চারটি স্টিল ক্যাটামারান জাহাজ পরিষেবার সূচনা করে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৮ নভেম্বর (হি.স.): অসমের সভ্যতা-সংস্কৃতি টেকনোলজি এনে তৈরি করা হয়েছে জাহাজগুলিকে। এই জাহাজগুলির বৈশিষ্ট্য হল, খুব বেশি জল না থাকলেও এগুলো তাদের মতো করে স্বাচ্ছন্দে চলাচল করতে পারে। ১০০ জন যাত্রী এবং ৫০টি দু-চাকার বাহন পরিবাহী এই জাহাজগুলিতে থাকবে লাইফ জ্যাকেট। এগুলি ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার অবিরাট প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তুবিশ্ব শর্মা। আজ সোমবার রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি সহ বিভাগীয় শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে গুয়াহাটির পাণ্ডুপোটে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি চারটি স্টিল ক্যাটামারান জাহাজ পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা করে ভাষণ দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তুবিশ্ব শর্মা। প্রদত্ত ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমার সরকার অসমের চিত্র বদলে দিতে পণ নিয়েছে। প্রযুক্তি ও কর্তব্যনিষ্ঠা, এই দুয়ের সংমিশ্রণে বহুদূর এগিয়ে যেতে পারল আমরা। তিনি বলেন, টিউবের সহায়তায় এই জাহাজগুলি জলে নামানো হয়েছে। চেমাইই থেকে

উজান বাজার (গুয়াহাটি)-উমানন্দের মধ্যে চালানো হবে। জাহাজ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী উমানন্দ ফেরি পরিষেবার ই-টিকট ব্যবস্থারও উদ্বোধন করেছেন। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন থেকে গুয়াহাটি থেকে উমানন্দে যেতে হলে জনসাধারণকে জাহাজের অনলাইন টিকিট ক্রয় করতে পারবেন। আগামী সাতদিনের মধ্যে গুয়াহাটি-উত্তর গুয়াহাটির মানুষ ডিজিটাল টিকিট নিতে পারবেন। আজকের উদ্বোধিত জাহাজগুলির নাম রাখা হয়েছে যথাক্রমে এমভি মেঘনা, এমভি সুর্দশন, এমভি পথা এবং এমভি ইন্ড্র, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। জাহাজ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ড শর্মা জানান, রাজ্যের জল পরিবহন ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগের সঙ্গে ১৫টি রাউন্ড ট্রিপ দেবে জাহাজ দু’টি। এর সঙ্গে মাজুলির ফেরি নৌকাগুলিতে যেতে পারবে টাকা কেন্দ্রীয় সরকার এবং বাকি ২০ শতাংশ বহণ করবে রাজ্য। এই তহবিলের টাকা ১০টি নতুন

শাহরুখের ম্যানেজার পূজাকে তলব মুম্বই পুলিশের

মুম্বই, ৮ নভেম্বর (হি.স.): আরিয়ান কাণে নয়। মোড়। এরপর শাহরুখের ম্যানেজার পূজা দাদলানিকে তলব করল মুম্বই পুলিশ। সুত্রের খবর, আরিয়ান খানের মাদক মামলার সঙ্গে যুক্ত তোলাবাজির মামলাটি সম্পর্কে মুম্বই পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দলের কাছে। জানা গিয়েছে আরিয়ান খান কাণে তদন্তকারী দল গোয়াড়ির বিরুদ্ধে দায়ের করতে পারেন মামলা। এদিকে বসে

হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছেন শ্যাম ভিসুজা। তিনি দাবি করেছিলেন, আরিয়ানকে মুক্তি দেওয়ার জন্য গোয়াড়ি পূজার থেকে ৫০ লাখ টাকা নেয়। এদিকে মাদক তলব করেছিলেন, এই ফুটেজ রয়েছে মুম্বই পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দলের কাছে। জানা গিয়েছে আরিয়ান খান কাণে তদন্তকারী দল গোয়াড়ির বিরুদ্ধে দায়ের করতে পারেন মামলা। এদিকে বসে

এসকার্ড ব্যাংকের ঋণ খেলাপি : জামিন মঞ্জুর সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত হিতেশ্বর শইকিয়ার পুত্র অশোকের

গুয়াহাটি, ৮ নভেম্বর (হি.স.): আসাম স্টেট কো-অপারেটিভ অ্যাথিক্যালচার অ্যান্ড রংরাল এসকেডপেমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (এসকার্ড)-এর ঋণ খেলাপির অভিযোগে গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়ার পুত্র তথা রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলপতি ক্রেতা হিতেশ্বর শইকিয়ার অভিযোগে গতকাল অভিযান

চালিয়েছিল কলকাতার সিবিআই। পরবর্তীতে ২০২/১৯৯৮ নম্বরে এ সম্পর্কে পল্টনবাজার থানায় মামলা রুজু হয়েছিল। পেশায় একজন শইকিয়ার বিরুদ্ধে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, ২০১৩ সালে ৬/ই ২০০১ নম্বর মামলার সিবিআই-এর কলকাতা শাখায় অভিযোগের বিরুদ্ধে ৫/ই ২০০১ এবং ৬/ই ২০০১ নম্বরে মামলা রুজু হয়। ওই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল অভিযান

অভিযোগ, ৯ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করেননি অশোক শইকিয়া। এসকার্ড ব্যাংকের ঋণ খেলাপির সংক্রান্ত মামলাটির ২০০১ সালে সিবিআই-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। এর পর সিবিআই-এর কলকাতা শাখায় অশোক শইকিয়ার বিরুদ্ধে ৫/ই ২০০১ এবং ৬/ই ২০০১ নম্বরে মামলা রুজু হয়। ওই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল অভিযান

সংস্করণ



স্কুল স্পোর্টস বোর্ড-এর উদ্যোগে আয়োজিত হয় সাতার প্রতিযোগিতা। ছবিঃ নিজস্ব

শোয়েব আখতারের কাছে ১০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ চাইল পিটিভি

কাবুল, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : পাকিস্তানের প্রাক্তন পেসার শোয়েব আখতারের বিরুদ্ধে ১০ কোটি টাকার মানহানির মামলা করেছে পাকিস্তান টিভি। পাঠানো হয়েছে আইনি নোটিসও। পিটিভির তরফ থেকে শোয়েবকে জানানো হয়েছে, পিটিভি ম্যানেজমেন্টকে কিছু না জানিয়ে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সম্প্রচার চলার সময়ে দুবাই ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন আপনি। এছাড়া ভারতীয় টিভিতে হরভজন সিংয়ের সঙ্গে অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পিটিভির অবমূল্য নষ্ট হয়েছে। তার জন্য বিশাল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ চাওয়া হয়েছে বহু 'রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস'-এর কাছ থেকে। গত ২৬ অক্টোবর কামেলার সূত্রপাত হয় শোয়েব ও পিটিভির মধ্যে। পিটিভি-তে স্পোর্টসের এক আলোচনায় ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি স্যার ভিভ রিচার্ডস, ইংল্যান্ডের



প্রাক্তন ক্রিকেটার ডেভিড গাওয়ার, প্রাক্তন পাক পেসার আকিব জাভেদ ও প্রাক্তন পাক উইকেট কির রশিদ লতিফদের সঙ্গে বসেছিলেন শোয়েব। উপস্থাপকের দায়িত্বে ছিলেন পিটিভির পরিচিত মুখ নোমান নিয়াজ। বিশ্বকাপে কোহলিদের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত বোলিং করেছিলেন পাক পেসার শাহিন আহম্মিদি। জাতীয় দলের আরেক বোলার হ্যারিস

শোয়েবকে আলোচনা ছেড়ে চলে যেতে বলায় হকচকিয়ে যান প্রাক্তন পাক পেসার। পরে বিজ্ঞাপনের বিরতির পরে আলোচনা শুরু হলে অনুষ্ঠান ছেড়ে চলে যান শোয়েব। দু'জনেই অবশ্য ডায়ালগ কন্ট্রোলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাল কেটে যায় আগেই। শোয়েব অনুষ্ঠান ছেড়ে চলে যাওয়ার পিটিভি এখন শোয়েবের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে। তাঁর কাছ থেকে ১০ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। এদিকে, গোটা ঘটনার প্রেক্ষিতে শোয়েব টুইট করে লিখেছেন, "অত্যন্ত হতাশা হলাম। পিটিভির হয়ে কাজ করার সময়ে আমার সম্মান ও খ্যাতি ওরা রক্ষা করতে পারেনি। এখন রিকভারি নোটস পাঠাচ্ছে। আমি লড়াই করছি। সহজে হাল ছাড়ব না!" শোয়েব ও পিটিভির মধ্যে ঝামেলা কতদূর গড়ায় সেটাই এখন দেখার।

২০২২-এই পাকিস্তান সফর অস্ট্রেলিয়ার, করাচিতে প্রথম টেস্ট

সিডনি, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : বিশ্বকাপের পর বাইশগজের লড়াইয়ে পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। ২০২২ সালে পাকিস্তান সফরের সূচি ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া। আগামী মার্চ মাসে তিনটি টেস্ট, তিনটি একদিনের ম্যাচ ও একটি টি-২০ ম্যাচ খেলবে অস্ট্রেলিয়া। ২৪ বছর পর পাক সফর করবেন স্মিথরা।

বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে দুই দল মুখোমুখি হওয়ার আগেই এই সূচি ঘোষণা করল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। পরপর ঘরের মাঠে দুটো সিরিজ বাতিল হয়ে চূড়ান্ত হতাশাপ্রসূত হয়ে পড়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট। চলতি বছরেই পাকিস্তানের মাটিতে টেস্ট সিরিজ ছিল নিউজিল্যান্ডের। কিন্তু ম্যাচে নামার কয়েক ঘণ্টা আগে সেই সফর বাতিল করে নিউজিল্যান্ড। জর্জ হামলার হুমকির কথা জানিয়েই সেই সফর বাতিল করেছিল নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। এরপরই ইংল্যান্ডের সফরের কথা ছিল পাকিস্তানে। তারা অবশ্য কোয়ারেন্টাইন ও বিশ্বকাপের কথা জানিয়েই সফর বাতিল করেছিল। আগামী ৩ মার্চ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে করাচিতে প্রথম টেস্ট ম্যাচে

নামবেন সিং স্মিথরা। আর এই সূচি ঘোষণার পর থেকেই পাক ক্রিকেটমহলে খুশির আবহ। অস্ট্রেলিয়ার সিরিজের খবর শুনে আশুত খোদ রামিজ রাজা। এই সিদ্ধান্তে যে তিনি অত্যন্ত খুশি, সে কথা জানানো ভোলেননি পাক ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান। এখন শুধু অপেক্ষা পাকিস্তানের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার নামার।

লেয়নডস্কি গোল করেই চলেছেন, শীর্ষে উঠল রিয়াল মাদ্রিদ

মাদ্রিদ, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : বার্সা মিউনিখকে জিতিয়ে যাচ্ছেন রবার্ট লেয়নডস্কি। বুন্ডেসলিগায় বার্সা ২-১ হারাল ফ্রেইবার্গকে। বার্সানের প্রথম গোল করেন লেয়নডস্কি, ৩০ মিনিটে। লেয়ন সানে ও নিকলাস সুলে সহজ সুযোগ নষ্ট না করলে আগেই জার্মানির

চ্যাম্পিয়ন ক্লাবের এগিয়ে যাওয়ার কথা। গোরেঞ্জস্কার গোলের ক্ষেত্রে প্রধান কারিগর থোমাস মুলার। নিজে গোল না করে তিনি বল সাজিয়ে দেন সতীর্থকে। দ্বিতীয়ার্ধে গোরেঞ্জস্কারই অসাধারণ শট পোস্টে না লাগলে অনেক আগে দ্বিতীয় গোলও পেয়ে যাওয়ার কথা বার্সানের।

যার জন্য অপেক্ষা করতে হয় ৭৫ মিনিট পর্যন্ত। এ বার গোল করেন লেয়নডস্কি। বাঁ দিক থেকে আলফোন্সো ডেভিসের পাস ধরে খুব কাছ থেকে মারা শটে। আবার লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদ ২-১ হারাল রায়ো ভায়েকানোকে। ১৪ মিনিটে দলকে এগিয়ে দেন টোনি খোস। দ্বিতীয় গোল করিম

বেঞ্জামার (৩৮ মিনিট)। রিয়ালের ঘরের মাঠে ৭৬ মিনিটে ভায়েকানোর পরিবর্ত ফুটবলার রাশমেল ফালকাও নিখুঁত হেডে একটা গোল শোষণ করেন। এই জয়ের সৌজন্যে কালো আনচেলোট্তির ক্লাব লিগ টেবলের শীর্ষে উঠে এল। হিন্দুস্থান সামচার/সঞ্জয়

মুস্তাক আলিতে ৯ উইকেটের বিশাল জয় বাংলার

গুয়াহাটি, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে গ্রুপের চতুর্থ ম্যাচে সার্ভিসেসকে উড়িয়ে পুনরায় জয়ে ফিরল বাংলা। বাবলারদের দুরন্ত পারফরম্যান্ডের পাশাপাশি সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের অধিনায়কোচিত হাফ-সেঞ্চুরির সৌজন্যে ৫৫ বল বাকি থাকতেই ৯ উইকেটের বিশাল জয় এনে দেয় বাংলাকে। এদিন গুয়াহাটিতে এলিট বি-গ্রুপের ম্যাচে টস জিতে সার্ভিসেসকে

প্রথমে ব্যাট করতে পাঠায় বাংলা। নির্ধারিত ২০ ওভারে সার্ভিসেস ৮ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৯০ রান তোলে। দেবেন্দ্র লোচাব দলের হয়ে সবচেয়ে ৩৪ রান করেন। ২২ রান করেন সচ্চিদানন্দ পাণ্ডে। ৪ ওভারে ১৬ রানের বিনিময়ে ২টি উইকেট নেন প্রদীপ্ত প্রামাণিক। ৪ ওভারে মাত্র ১০ রানের বিনিময়ে ১টি উইকেট নেন আকাশ দীপ। ৪ ওভারে ১৪ রান খরচ করে ১টি

উইকেট নিয়েছেন শাহবাজ আহমেদ। ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায় ও ওভারে ১৪ রানের বিনিময়ে ১টি উইকেট নিয়েছেন। করণ লাল ১ ওভার বল করে কোনও রান খরচ করেননি। ১টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। মুকেশ কুমার ৪ ওভারে ৩৫ রান উপহার দেন প্রতিপক্ষকে। তিনি নিয়েছেন ১টি উইকেট। ৪ ওভারে ১০.৫ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ৯১ রান

তুলে নেয়। সুদীপ ৮টি চার ও ১টি ছক্কার সাহায্যে ২৮ বলে ৫০ রান করে আউট হন। অভিনব স্ট্রন ৩২ ও শাহবাজ ৮ রান করে অপরাধিত থাকেন। সেই সঙ্গে ফের জয়ে ফিরল বাংলা। এর আগে হৃতিকশর্মা ও বরোদার বিরুদ্ধে প্রথম দু'ম্যাচে পরপর জয়ের পর চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে মুম্বইয়ের কাছে হারের মুখ দেখতে হয়েছিল বাংলাকে।

আসন্ন আইসিএলের জন্য ৩৩ জনের দল ঘোষণা করল ইস্টবেঙ্গল

কলকাতা, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : আজ আইসিএলের ২০২১-২২ মরসুমের জন্যে ৩৩ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে কলকাতার অন্যতম প্রধান এসসি ইস্টবেঙ্গল। গত বছরের হতাশাজনক পারফরম্যান্ডের পর এই বছর প্রতিটি বিভাগে অভিজ্ঞতার পাশাপাশি তারুণ্যের সমন্বয় ঘটতে চেয়েছে শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবটি। এসসি ইস্ট বেঙ্গলের প্রকাশিত বিবৃতিতে ক্লাবের প্রধান কোচ জ্যে ম্যানুয়েল দিয়াজ বলেন, 'এই ক্লাবের উদ্দেশ্য হলো, অত্যন্ত হতাশা হলাম। পিটিভির হয়ে কাজ করার সময়ে আমার সম্মান ও খ্যাতি ওরা রক্ষা করতে পারেনি। এখন রিকভারি নোটস পাঠাচ্ছে। আমি লড়াই করছি। সহজে হাল ছাড়ব না!' শোয়েব ও পিটিভির মধ্যে ঝামেলা কতদূর গড়ায় সেটাই এখন দেখার।

আইএসএলের প্রথম সংস্করণ থেকে খেলা ফুটবলাররাও রয়েছে। ক্লাবের নতুন বিদেশিরাও সবচেয়ে পর্যায়ের লিগ খেলে অভ্যস্ত। কলকাতার আরেক প্রধান এটিকে মোহনবাগান থেকে এসসি ইস্টবেঙ্গলে এসেছেন গোলরক্ষক অরিন্দম ভট্টাচার্য। রক্ষণের দায়িত্বে ভারতীয় দলের খেলা আদিল খান, রাজু গায়কোয়াড়ররা ছাড়াও রয়েছেন নতুন দুই বিদেশি। অস্ট্রেলিয়ার এ লিগের পার্থ গ্লোরি থেকে আসা টমিলাভ মার্সেলার সঙ্গে জুটি বাঁধবেন ক্রোয়েশিয়া অনূর্ধ্ব ২১ জাতীয় দলে খেলা

ফ্র্যাঞ্জো পর্চে। এই ক্রোয়েশিয়ান ফুটবলার ইতালীর সবচেয়ে পর্যায়ের লিগ সিরি আ'র ক্লাব লাজিওর সদস্য ছিলেন। আগামী ২১ নভেম্বর জামশেদপুর এফসি'র বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলে আইএসএল অভিযান শুরু করে লাল হলুদ ব্রিগে। সম্পূর্ণ দল গোলরক্ষক অরিন্দম ভট্টাচার্য, শঙ্কর রায়, শুভম সেন ডিফেন্ডারঃ ড্যানিয়েল গোমেজ, জয়নান লৌরেনকো, রাজু গায়কোয়াড়, আদিল খান, হীরা মন্ডল, অক্ষিত মুখার্জী, গৌতম সিং, টমিলাভ মার্সেলা, ফ্র্যাঞ্জো পর্চে,

সারিনেও ফার্নান্ডেজ, আকাশদীপ সিং মিডফিল্ডারঃ জ্যাকির্চাঁদ সিং, সৌরভ দাস, আদুওসানা ওয়াহেবাম, অমরজিত সিং কিয়াম, মহম্মদ রফিক, লালরিনলিয়ানা হামতে, বিকাশ জাইর, আমির দেবভিসেভিচ, ড্যানিয়েল সিডোয়েল, রোমিও ফার্নান্ডেজ, সৎপু সিংসিট, লোকেন মেতেই ফরোয়ার্ডঃ বলবন্ত সিং, ধ্বংখাশিয়েম হাওকিপ, নাওরেন মনেশ, সিদ্ধান্ত শিরোদকর, ড্যানিয়েল চিমা, আন্তোনিও পেরোসেভিচ, শুভ ঘোষ।

নিয়মরক্ষার ম্যাচে টসে জিতে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত কোহলির

দুবাই, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : চলতি টি-২০ বিশ্বকাপ থেকে ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। এই পরিস্থিতিতে আজ নামিবিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে নামছেন বিরাট কোহলিরা। শেষ ম্যাচ জিতেই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতে চায় ভারত। পাশাপাশি

এই টুর্নামেন্টের পরেই টি-২০ ক্রিকেটের অধিনায়কত্ব ছাড়বেন বিরাট কোহলি। তাই শেষ ম্যাচটা জিততে তিনিও আগ্রহ চেষ্টা করবেন। টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। দুবাইয়ের উইকেট ব্যপেই শুষ্ক এবং শক্ত বলেই জানা

গিয়েছে। টি-২০ ক্রিকেটে শেষ বারের মতো ভারতের অধিনায়কত্ব করবেন বিরাট কোহলি। শেষ টসে জিতলেন তিনি। নামিবিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে ধনাবাদ জানালেন ভারতের অধিনায়কত্ব করার সুযোগ

দেওয়ার জন্য। উত্তরসূরি হিসাবে যে রোহিত শর্মাকেই তাঁর পছন্দ, সেটিও বুঝিয়ে দিলেন। নামিবিয়ার বিরুদ্ধে বরণ চক্রবর্তীর বদলে রাহুল চাহারকে দলে নিয়েছে ভারত। জিতেই টি-২০ ক্রিকেটের অধিনায়কত্ব পর্ব শেষ করতে চাইবেন কোহলি।

বিশ্বকাপ অভিযানের সঙ্গেই আজ শেষ বিরাট-শাস্ত্রী জুটি

মুম্বই, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : অবশেষে ভারতীয় ক্রিকেটে শাস্ত্রী-বিরাট যুগের অবসান ঘটতে চলেছে। আইসিসি ট্রফি জিতে শেষ করা হল না বিরাট কোহলি-রবি শাস্ত্রী জুটির। খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে টিম ইন্ডিয়ায় নেতা এবং কোচকে। আজ নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচের পরই শাস্ত্রী এবং কোহলি জুটির পথচলা শেষ। নিউজিল্যান্ড জেতায় আজই বিশ্বকাপ অভিযান শেষ ভারতের। একই সঙ্গে শেষ রবি শাস্ত্রী জমানাও।



টুর্নামেন্টে এই জুটি ডায়া ব্যর্থ। দু'বছর আগে ২০১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দাপুটে জয় দিয়ে শেষ করতে চাইলেন কোহলি, শাস্ত্রী। দেশে এবং বিদেশে টেস্টে সাফল্য পেলেও আইসিসি

সিরিজে অধিপতা দেখিয়েছে এই জুটি, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অজিদের হারিয়েছে ভারত। কিন্তু আইসিসি টুর্নামেন্টে প্রতিবারই হেঁচট খেতে দেখা গিয়েছে শাস্ত্রী-কোহলির টিম ইন্ডিয়াকে। এবারের টি-২০ বিশ্বকাপে সেই

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণুবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com



ত্রিপুরার প্রিন্সিপাল অডিটর জেনারেল বি আর মন্ডল সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্রব কুমার দেবের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

বাঁশের তৈরি বোতলে ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্যদের উৎপাদিত প্রাকৃতিক মধু বাজারজাতকরণের আনুষ্ঠানিক সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর। আনুষ্ঠানিক ত্রিপুরা গড়ে তুলতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকারের এই প্রয়াসে দুগ্ধসমৃদ্ধ সাক্ষাৎ আসছে। আজ সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অফিস কক্ষে সুদৃশ্য বাঁশের তৈরি বোতলে ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্যদের উৎপাদিত প্রাকৃতিক মধু বাজারজাতকরণের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্রব কুমার দেব একথা বলেন। সচিবালয়ে ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্যদের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য এবং মুখ্য কার্যনির্বাহী অধিকারিক রাজেশ দাস মুখ্যমন্ত্রীকে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্যদের উৎপাদিত প্রাকৃতিক মধু ও মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীর ছবি সম্বলিত একটি নতুন ডিজাইনের উত্তরীয় তুলে দেন। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্রব কুমার দেব বলেন, স্বনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার যে সব বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে এগুলি তারই দৃষ্টান্ত। এর ফলে রাজ্যের

বড়মাত্রায় যুবক-যুবতীরা স্বনির্ভর হয়ে উঠছেন পাশাপাশি অন্যদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার নাম আজ বিশ্ব বাজারে পরিচিতি লাভ করেছে। রাজ্যের বাঁশের তৈরি বোতল, বিস্কুট, ক্রিকেট ব্যাট, ক্রিকেট স্ট্যাম্প ছাড়াও রাজ্যের উৎপাদিত কাউন ও কিছু প্রজাতির আনারস ও অন্যান্য ফল আজ বিশ্ব বাজারে সমাদৃত। এ ধরনের উদ্যোগ জারি রাখতে তিনি খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্যদের প্রতি আহ্বান জানান। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব আজ একই সঙ্গে ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্যদের প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান উৎপাদক কার্যক্রম একটি প্রচার পত্রেরও সূচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই প্রকল্পে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্যদের উদ্যোগে বেকার যুবক ও যুবতীদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে পঁচিশ লক্ষ টাকা সহজ কিস্তিতে ঋণপানের সংস্থান রয়েছে। এই ঋণের ক্ষেত্রে সব কার্টাগারীর সুবিধাভোগীদের জন্যই ৩০ শতাংশ তত্ত্বাবধি সুবিধা আছে।

মণিপুরে ধাক্কা খেল কংগ্রেস, বিজেপিতে যোগ দিলেন দুই বিধায়ক

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর (হি.স.): উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য মণিপুরে বড়সড় ধাক্কা খেল কংগ্রেস। তাও আবার বিধানসভা ভোটের কয়েকমাস আগেই। সোমবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়াল এবং বিজেপি নেতা সম্বিত পাঠর উ পস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন মণিপুরের দুই বিধায়ক রাজকুমার ইমো এবং ইয়ামথং হাংকিপ। মণিপুরের একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্ক রাজকুমার ইমো সিংয়ের এবং ইয়ামথং কংগ্রেসের বিধায়ক ছিলেন। কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন রাজকুমার, কিন্তু দল-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য তাঁকে দল থেকে বরখাস্ত করা হয়।

চাষাবাদে সরকারি সাহায্য পেয়ে খুশি তেলিয়ামুড়ার কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর। রাজ্য সরকার রাজ্যকে কৃষি উৎপাদনে সম্পর্কে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করে চলেছে। ধান চাষের পাশাপাশি সবজিসহ অন্যান্য দানা শস্য উৎপাদনে কৃষকদের নানাভাবে সাহায্য সহায়তা করে চলেছে সরকার ও প্রশাসন। তাতে ইতিমধ্যেই ইতিবাচক সাড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও শীতকালীন সবজি চাষ করছে কৃষকরা। যদিও বিভিন্ন কারণে বাজারে তেমন ভাবে শীতকালীন সবজি বাজারজাত করতে পারছে না কৃষকরা। তেলিয়ামুড়ার বাইশঘরিয়া এলাকায় মুলাত কৃষি প্রধান এলাকা হিসেবে পরিচিত। বাইশ ঘরিয়া এলাকায় প্রায় ৪০০ কৃষক পরিবারের বসবাস। তাদের মূলত রুটি রুজির একমাত্র অবলম্বন কৃষিকাজ। এলাকায় গিয়ে প্রত্যক্ষ করা গেল স্থানীয় কৃষকরা কৃষি জমিতে চাষাবাদের কাজে ব্যস্ত। এইসব কৃষকরা অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও শীতকালীন সবজি হিসেবে ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন চাষ করেছে। গাছগুলি যাতে দ্রুত পরিপক্ব হয়ে উঠে তার জন্য কৃষকরা কাজ করে যাচ্ছে। বিগত দিনে এই এলাকার কৃষকরা সরকারিভাবে তেমন কোনো সাহায্য-সহায়তা পেত না। কিন্তু বর্তমান সরকারের সময়কালে বাইশঘরিয়া এলাকার কৃষকরা চাষাবাদের জন্য সরকারিভাবে সাহায্য-সহায়তা পাচ্ছে। দক্ষিণ কৃষ্ণপুর্ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সদস্য তথা কৃষক জানান, বর্তমানে তারা পাওয়ার টিলার মেশিন, সরকারিভাবে সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ পত্র পাচ্ছেন। এছাড়াও বিগত দিনের সরকার কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করতো না। কিন্তু বর্তমান সরকার কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করে তোলায় লক্ষ্যে রাজ্য সরকার যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সেসব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে কৃষকদের নানাভাবে সহায়তা করে চলেছেন কৃষি দপ্তরের কর্মী ও কর্মকর্তারা। বিজ্ঞান ভিত্তিক কৃষি ও চাষাবাদের ওপরও তারা গুরুত্ব দিচ্ছেন।

উপহার সিনেমা হলে অগ্নিকাণ্ডে ২ আনসাল ভাই সহ ৫ জনের সাত বছরের কারাদণ্ড

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর (হি.স.): উপহার সিনেমা হলে অগ্নিকাণ্ডে চূড়ান্ত রায় দিল দিল্লির আদালত। সোমবার দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্ট সুশীল আনসাল এবং গোপাল আনসাল সহ পাঁচ অভিযুক্তকে সাত বছরের কারাদণ্ডের ঘোষণা করেছে। বিখ্যাত উপহার সিনেমা হল অগ্নিকাণ্ডে ব্যবসায়ী দুই আনসাল ভাই মামলার সাক্ষ্যপ্রমাণ নষ্ট করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট পঙ্কজ শর্মা এই আদেশ দেন। কারাদণ্ডের পাশাপাশি দুই ব্যবসায়ী ভাই সুশীল আনসাল এবং গোপাল আনসালকে মাথাপিছু ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে আদালত।

গত ৮ অক্টোবর আনসাল ভাইসহ পাঁচজনকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। এই মামলায় আদালতের কর্মচারী দিনেশ চাঁদ শর্মাও দোষী সাব্যস্ত করেছিল আদালত। এ ছাড়া পিপি বাবা ও অনুপ সিংকেও দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত। দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশে সুশীল আনসালের বিরুদ্ধে একটি পিটিশন দায়ের করে ছিলেন। ওই মামলায় সোমবার দিল্লির পাতিয়ালা হাউজ কোর্ট ঘটনায় মূল অভিযুক্ত দুই ভাই সহ পাঁচ জনের সাত বছরের কারাদণ্ডের সাজা শোনাল কারাদণ্ডের পাশাপাশি দুই ব্যবসায়ী ভাই সুশীল আনসাল এবং গোপাল আনসালকে মাথাপিছু ২ কোটি ২৫ লক্ষ জরিমানাও দিতে হবে।

প্রায় ২৩ বছর আগে ১৯৯৯ সালের ১৩ জুন 'বর্তার সিনেমা দেখানোর সময় ৩৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতে আরোগ্যের হার ৯৮.২৪ শতাংশ, ২৬৬ বেড়ে মৃত্যু ৪.৬১-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর (হি.স.): করোনার বাড়তি হার সামলে স্বাভাবিক হতেই পারছে না ভারত। ভারতে ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, ২৪ ঘটায় মৃত্যুর সংখ্যা অবশ্য কিছুটা কমে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘটায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১১ হাজার ৪৫১ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ২৬৬ জনের। রবিবার সারাদিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৩,২০৪ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে সুশীল মুক্ত হার ৯৮.২৪ শতাংশ, ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে এভাবে সর্বোচ্চ মুক্ত হার। ভারতে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১, ৪২,৮২৬-এ পৌঁছেছে, বিগত ২৪ ঘটায় চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা কমেছে ২০১৯, যা ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে এভাবে সর্বনিম্ন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘটায় ২৬৬ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৬১,০৫৭ জন (১.৩৪ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ফের অনেকটাই বেড়েছে, রবিবার সারাদিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৩,২০৪ জন। ফলে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে মোট মুক্ত হয়েছেন ৩,৩৭, ৬৩,১০৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.২৪ শতাংশ।

সম্প্রদায়ের ভাষা, সংস্কৃতি এবং তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার ১ হাজার কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার মাধ্যমিক ৫০ শতাংশ নম্বর প্রাপ্ত জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সুবিধায় এককালীন ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা করছে। রাজ্য সরকার রাজ্যের জনজাতি সম্প্রদায়ের সার্বিক বিকাশে আন্তরিক। অতীতে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বলেন, এডিসি এলাকার পরিচালক মোট উন্নয়ন ও জনজাতিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নেও কেন্দ্রীয় সরকার ১৩০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। জনজাতিদের উন্নয়ন দ্রুত করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার এডিসি এলাকায় ৪৩টি দপ্তর যাতে যথাযথ

ব্যবসায় ও বাণিজ্য ছাড়া কোনও জাতির আর্থিক বিকাশ সম্ভব নয় জানালেন জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর। ব্যবসায় ও বাণিজ্য ছাড়া কোনও জাতির আর্থিক বিকাশ সম্ভব নয়। ব্যবসায় ও বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে যাতে জনজাতিরা অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারেন সেই লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। জিরানীয়া মহকুমার মান্দাই বাজারে আজ ২৮ কক্ষ বিশিষ্ট হাপিং সুপার মার্কেটের উদ্বোধন করে একথা বলেন জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার দপ্তরের মুখ্য পরিচালক রাজেশ দাস। তাছাড়া বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরার অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজীব ভট্টাচার্য, ২৮ কক্ষ বিশিষ্ট হাপিং সুপার মার্কেট নির্মাণে যোগ দিয়েছেন ১ কোটি ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা।

উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নিতে পারে তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার এডিসি এলাকার জন্য টাউন বিলি অনুমোদন মূহুর্তে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী জনজাতিদের উন্নয়নে রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ অক্ষয় রাধার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভাপতির ভাষণে বিধায়ক যীশেন্দ্র দেবর্মা বলেন, হাপিং সুপার মার্কেট স্টলে ২৮ জন জনজাতি বেকার ব্যবসায়ের সুযোগ পাবেন। অতীতে স্বাগত ভাষণ রাখেন গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মুখ্য পরিচালক স্বপন কুমার দাস। তাছাড়া বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরার অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজীব ভট্টাচার্য, ২৮ কক্ষ বিশিষ্ট হাপিং সুপার মার্কেট নির্মাণে যোগ দিয়েছেন ১ কোটি ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা।

উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নিতে পারে তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার এডিসি এলাকার জন্য টাউন বিলি অনুমোদন মূহুর্তে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী জনজাতিদের উন্নয়নে রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ অক্ষয় রাধার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভাপতির ভাষণে বিধায়ক যীশেন্দ্র দেবর্মা বলেন, হাপিং সুপার মার্কেট স্টলে ২৮ জন জনজাতি বেকার ব্যবসায়ের সুযোগ পাবেন। অতীতে স্বাগত ভাষণ রাখেন গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মুখ্য পরিচালক স্বপন কুমার দাস। তাছাড়া বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরার অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজীব ভট্টাচার্য, ২৮ কক্ষ বিশিষ্ট হাপিং সুপার মার্কেট নির্মাণে যোগ দিয়েছেন ১ কোটি ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা।



বিশ্ব রেডিওগ্রাফি দিবস উপলক্ষে আগরতলায় র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

ভারী বৃষ্টিতে জনজীবন বেহাল তামিলনাড়ুতে, প্রবল বর্ষণ পূদুচেরিতেও

চেন্নাই ও পুদুচেরি, ৮ নভেম্বর (হি.স.): বৃষ্টি ধামার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না তামিলনাড়ুতে। দু'দিন আগে থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টি চলাছে সোমবারও। সোমবার বৃষ্টি হয়েছে পার্শ্ববর্তী কেরলাসহ উপকূলীয় পুদুচেরিতেও। উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর সুবাদে ৯ থেকে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু উপকূলে। চেন্নাই ও শহরতলির বেশ কিছু এলাকা ইতিমধ্যেই জলের নীচে। তিরুচিরাপল্লিতে রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় যানবাহন চলাচল বিঘ্নিত হয়েছে। ভারী বৃষ্টি চলাছে রামেশ্বরমেও। সোমবার সকাল থেকেই মেঘাচ্ছন্ন ছিল তামিলনাড়ুর অধিকাংশ জেলার আকাশ। মেঘে ঢাকা ছিল রামেশ্বরম, শিবগঙ্গা, কোয়েম্বাটুর প্রভৃতি জেলার আকাশ। ভারী বৃষ্টিও হয়েছে এই তিন জেলা-সহ অন্যান্য জেলায়। তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গা জেলায় এদিন বৃষ্টি হওয়ায় সমস্ত স্কুল ও কলেজ। এদিকে, চেন্নাইয়ের বিস্তীর্ণ এলাকায় জল জমে যাওয়ায় বেহাল হয়ে পড়েছে তামিলনাড়ুর রাজধানী।

ঘন জঙ্গলে দুটি গুহায় ছবছ উনকোটের ন্যায় পৌরাণিক শিলালিপি সহ শিব লিঙ্গের সন্ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চূড়াইবাড়ি, ৮ নভেম্বর। ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় পিঠস্থান। তাই ভারতকে অনেকে ভারত তীর্থ বলেও সম্বোধন করে থাকেন। এমনই এক পৌরাণিক ও অলৌকিক নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেল পাশ্চাত্য রাজ্য অসমের বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভার দোহালিয়া এফরিডকোনা জিপির নারাইনপুর গ্রামের দুটি পাহাড়ের গুহায় পাথারকান্দি শহর থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরবর্তী নারাইনপুর গ্রামের পাহাড়ের গহ্বরে সন্ধান মিলল ছবছ উনকোটের ন্যায় বহু বছর পুরানো বৃহৎ আকারের বেশকিটি শিলালিপি। একি সঙ্গে পাশেই পাওয়া গেল শিব লিঙ্গের পাথরের গায়ে খোদাই করে বিভিন্ন হরফে লেখা রয়েছে নানা লিপির কিছু কিছু পাথরে আবার লেখা রয়েছে বিশ্বপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষদের নামও। পুরো দৃশ্যটি দেখতে ত্রিপুরার উমাকোটী তীর্থে মত দেখায় স্থানীয়দের পক্ষে এক শ্রবণ নাগরিক জানান, কবে নাগাদ এখানে এই স্থাপত্য স্থাপিত হয় তা জানা যায়নি। তবে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পুরে গ্রামের এক ব্যক্তি মিলে একটি প্রকাণ্ড ঝর্ণের ঘাট পাশ দিয়ে ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে এক চিত্রের আলেখ্য। পাশে রয়েছে আরেকটি গুহা যার নিচে নামা কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। পরের দিন কালীপূজা উপলক্ষে তারা সেখানে ভক্তির পূজা দেন। এমন খবর সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে গভ কয়দিন ধরে অকুস্থলে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়ে পরিষ্কার হচ্ছে ধারণা।



মিলে একটি প্রকাণ্ড ঝর্ণের ঘাট পাশ দিয়ে ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে এক চিত্রের আলেখ্য। পাশে রয়েছে আরেকটি গুহা যার নিচে নামা কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। পরের দিন কালীপূজা উপলক্ষে তারা সেখানে ভক্তির পূজা দেন। এমন খবর সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে গভ কয়দিন ধরে অকুস্থলে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়ে পরিষ্কার হচ্ছে ধারণা।

রাজ্যেও রেডিওগ্রাফি দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। গোটা বিশ্বের সব রাজ্য সোমবার রেডিওগ্রাফি দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে আগরতলা শহরে এক সচেতনতামূলক রেলি সংগঠিত করা হয়। রিলিটি আগরতলা শহরে বিভিন্ন পথ পরিভ্রমণ করে। সোমবার আগরতলায় বিশ্ব রেডিওগ্রাফি দিবস উপলক্ষে সচেতন মূলক রেলি আয়োজন করে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ রেডিওগ্রাফি এডিন। আগরতলা রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে রেলি শুরু হয়। রাজধানীর বিভিন্ন পথ ঘুরে পুনরায় রবীন্দ্র ভবনের সামনে এসে শেষ হয় সংগঠনের নেতৃত্ব দিবসটির আওতাধীন ব্যাধা করেন। সংগঠনের এক কর্মকর্তা জানান আবিষ্কৃত হওয়ায় চিকিৎসাক্ষেত্রে দারুণ উপকার হয়েছে। এপ্র-রের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে। তিনি বলেন এপ্র রেশমির একদিকে যেমন উপকারিতা রয়েছে অন্যদিকে বিপদজনক দিক রয়েছে। সংগঠনের নেতৃত্ব দাবি করেছেন করোনা পরিস্থিতিতে জীবনের ৩৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতীয় মৎস্যজীবীদের উপর গুলি, ১০ জন পাক নৌসেনার বিরুদ্ধে খুনের মামলা

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর (হি.স.): আন্তর্জাতিক জলসীমায় সতর্ক না করেই ভারতীয় মৎস্যজীবীদের উপর গুলি চালানোর ঘটনায় ১০ জন পাক নৌসেনার বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করা হল। গুজরাটের পোরবন্দরের বন্দর পুলিশ এই মামলা করেছে পাক নৌসেনাদের বিরুদ্ধে। শনিবার গুজরাটের উপকূলে পাক নৌসেনার গুলিতে মৃত্যু হয় এক ভারতীয় মৎস্যজীবীর। গুজরাটের ওয়ায় পাকিস্তানের নৌসেনা গুলি চালায় ভারতীয় মৎস্যজীবীদের নৌকে 'জলপরি'র উপরে। তাতেই মৃত্যু হয় বছর ৩২-এর মহারাত্রীরাই মৎস্যজীবী শ্রীধর রামেশ চামরের। এই ঘটনায় গুরুতর আঘাত হন আরও এক মৎস্যজীবী। বর্তমানে তিনি গুজরাত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এই ঘটনার জেরেই আজ পাক নৌসেনার বিরুদ্ধে খুনের মামলা করা হয়েছে। আহত মৎস্যজীবী দিলীপ নাট

সোলান্ধি অভিযোগের ভিত্তিতে ১০ পাক নৌসেনার বিরুদ্ধে খুনের মামলা করা হয়েছে। নাট সোলান্ধিও সেই সময়ে 'জলপরি'তে ছিলেন। পাক নৌসেনার গুলিতে ভারতীয় মৎস্যজীবীর মৃত্যুর ঘটনার সত্যতা ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছে ভারতীয় নৌসেনা। সরকারি সূত্র অনুযায়ী, শনিবার বিকেলে জলপরি নামক একটি নৌকা নিয়ে গুজরাটের সমুদ্রে মাছ ধরতে যান সাত ভারতীয় মৎস্যজীবী। ভুলবশত তারা আন্তর্জাতিক জলসীমার কাছাকাছি পৌঁছে যেতেই নৌকা লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে পাকিস্তানি নৌসেনা। গুলির আঘাতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক মৎস্যজীবীর। মৃত ওই মৎস্যজীবীর নাম শ্রীধর রামেশ চামরে (৩২)। তিনি মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরও ছয়জন মৎস্যজীবী শনিবার মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। সেইসময়ই গুলি চালায় পাক নৌসেনা। ভারতীয় উপকূলের দূরত্বে জানানো

হয়েছে, শনিবার বিকেলে গুজরাট উপকূলে ভারতীয় নৌকার উপরে পাকিস্তানের নৌবাহিনীর গুলি চালানোর যে ঘটনা ঘটেছে, তাতে এক মৎস্যজীবীর মৃত্যু হয়েছে এবং অপর এক মৎস্যজীবী আহত হয়েছেন। সরকারি বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, "বর্তমানে ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ কর্তৃপক্ষ। নৌকায় যারা ছিলেন, তাদের সকলকে একসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শেষের পরই এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানানো যাবে।" সরকারি সূত্রে খবর, বিনা সতর্কতায় গুলি করে মৎস্যজীবী খুনের ঘটনায় রাষ্ট্রপঞ্জের সমুদ্র আইন লঙ্ঘন করেছে পাকিস্তান, এই অভিযোগই তোলা হবে বলে জানা গিয়েছে। পাক নৌসেনার এমন আচরণ অবশ্য নীতন নয়।